কলির রাজ্যশাসন।

পদ্যগ্রন্থ।

শ্রীহরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা।

চাঁপাতলা বাঙ্গলা যন্ত্রে

মুদ্রিত।

সন ১২৬৭ সাল।

কালের রাজ্যশাসন।

মঙ্গলাচরণ।

লঘুত্রিপদী।

কি কর কি কর, ওরে ভ্রান্ত নর,
ভাব নিত্য নিরাময়।
গেল গেল কাল, এলো এলো কাল,
ভয়ঙ্কর অতিশয়॥
ভাবিছো এখন, ভাবিবো তখন,
পাকিলে মাথার কেশ।
যদি তোর বাসে, আজি কাল আসে,
তবে কি হইবে শেষ॥
সেবড় বালাই, কালাকাল নাই,
পোড়া শমনের কাছে।
বালক যুবাদি, সকলের বাদী,
সদা সেই হোয়ে আছে॥
থাকিতে জননী, হৃদয়ের মণি,
কেড়ে লয়ে যায় কালে।
নামানে কুদিন, যত জীব মীন,
পড়ে যায় তার জালে॥
কালের সদন, জানালে বেদন,

নাহি দেয় তাতে কান।
শুনে মা রোদন, করয়ে নিধন,
নাহি রাখে কার মান॥
ধনেতে সবাই, বশীভূত ভাই,
কাল নহে বশ তায়।
ধনী বোলে তার, না করে বিচার,
জগজ্জনে সেই খায়॥
হোলে বলবান, তাহাতেও ত্রাণ,
নাহি পান তার হাতে।
হোলে বুদ্ধিমাম, তবু যাবে প্রাণ,
কিছু সন্দ নাই তাতে॥
তবে কেন জীব, নাহি চাও শিব,
সেই ভব কর্ণধারে।
যাহার শরণ, লইলে মরণ,
ভয় দেখাইতে নারে॥
যাঁর আজ্ঞাধরি, দিবা বিভাবরী,
নিয়মিতরূপে চলে।
দেহ প্রাণ মন, কর সমর্পণ,
তাঁহার চরণ তলে॥
পেয়েছ রসনা, পূরাও বাসনা,
মধুর বচন কোয়ে।

কু কথা বলো না, ভুলো না ভুলো না,
যদি রবে সুখী হোয়ে ॥
পেয়েছ বদন, করহ ভোজন,
সুধাসম তাঁর নাম।
পাইয়াছ কর, ধর ধর ধর,
তাঁর চরণ অবিরাম ॥
পেয়েছো যে পদ, বাড়িবে সম্পদ,
সুপথে সদাই চল।
যাতনা না রবে, সুখ বৃদ্ধি হবে,
নিভে যাবে দুখানল ॥
দ্বিজহরি কয়, বলিলে কি হয়,
কর দেখি তাঁয় সার।
নিরখিলে সুধা, নাহি যাবে ক্ষুধা,
খেলে পাবে তার তার ॥

পয়ার।

ওরে মম ভ্রান্ত মন একি তোর রীতি।
বিষয় বিপিনে কেন কর অবস্থিতি ॥
যে কাননে কামরূপ কেশরীর দর্প।
ভ্রমণ করিছে সদা ক্রোধ রূপ সর্প ॥
গর্ব্ব রূপ কণ্টকে সে বন পূর্ণ হয়।
অহঙ্কার ফল তাহে হলাহলময় ॥ ... ॥

দম্ভ মাৎসর্য্যা আদি বন্য জন্তু সব ।
সে বনে ভ্রমিছে করি মহা কলরব ॥
অভিমান বিবর আছয়ে স্থানে স্থানে ।
পলারে পামর মোর মন মানে মানে ॥
এক যুক্তি আছে তোরে দিই উপদেশ ।
করিতে হইবে কিন্তু দেশ প্রতি দ্বেষ ॥
সাধের তেতলা পানে চাহিতে না পারি ।
বান্ধবের বদন দেখে বদন ফিরাবি ॥
সে আমার ও আমার এ আমার ধন ।
হইবে এ ভাব সব করিতে হরণ ॥
ছেলে যদি কেঁদে ধরে ডাকে বাবা বোলে ।
যাও বাবা বলে থাবা মেরে যাবি চোলে ॥
ক্রমে ক্রমে মায়াজাল কেটে ফেলে মন ।
পরেতে করিতে হবে গৃহেতে গমন ॥
তুমি যারে ঘর ভাব সেতো ঘর নয় ।
বিষয় জঙ্গল তাহা জেনেছি নিশ্চয় ॥
যারে তুমি বন ভাবো সেত নহে বন ।
সুখের ভবন তাহা জেনেছিরে মন ॥
তারে বলি ঘর যাহে সুখে থাকা যায় ।
বন বলি তারে যাতে কাঁটা ফোটে পায় ॥
অতএব বিষয় সুখেতে ছাই দিয়া ।

নিত্য সুখ ভোগ কর তপোবনে গিয়া ॥
বসন ভূষণ তব কাজ কিরে মন।
বৃক্ষের বাকল হবে উত্তম বসন ॥
কাম ক্রোধ আদি যত শরীরের অরি।
ইহারা হইয়া রবে কিঙ্কর কিঙ্করী ॥
তোমারে অধীন নাহি করিতে পারিবে।
জ্ঞান বলে রিপুগণ অবশ্য হারিবে ॥
ক্ষীর ছানা মাখন নবনী দধি সর।
খুঁজিতে না হবে কভু বনের ভিতর ॥
নানাবিধ বন্য ফল অমৃত সমান।
কানন করিছে সদা অতিথিরে দান ॥
স্বচ্ছন্দে পাবিরে মন চাহিতে না হবে।
সে সুখ ছাড়িয়া হেথা কেন রও তবে ॥
শীতল বৃক্ষের ছায়া পাবিরে তথায়।
দূরে যাবে মনস্তাপ স্নিগ্ধ হবে কায় ॥
শান্তমূর্ত্তি সে অরণ্য নাহিক বিবাদ।
নাহি নিন্দা নাহি দ্বেষ নাহি মায়া ফাঁদ ॥
তথায় ঐশ্বর্য্য শালী নাহি কোন লোক।
সকলে সমান ভাব নাহি দুঃখ শোক ॥
আমি ছোট আমি বড় এই অভিমান।
নাহি সে কাননে আহা কি সুখের স্থান ॥

অতএব মন তোরে বলি বার বার।
সময় বহিয়া যায় কি ভাবিছ আর॥
ভাবিতে ভাবিতে যদি একে হয় আর।
রাবণের মত হবে কল্পনাই সার॥
শুভ কাজে দেরি আর কর কি কারণ।
সে বনে যাইয়া কাল করহ হরণ॥

কলি রাজার দেশ শাসনে
অনুমতি।
ত্রিপদী।

অবতীর্ণ কলিরাজ, সাধিতে আপন কাজ,
সৈন্য গণে করেন আদেশ।
ওরে কাম মহাবীর, হইতে না পারি স্থির,
দ্বেষে নাহি পূর্ণ হলো দেশ॥
বড় আশা ছিল মনে, মম শুভ আগমনে,
সকলে হইবে ধর্ম্ম হীন।
অদ্যাপি সকল নরে, ধর্ম্ম আচরণ করে,
তবে কিসে আমার অধীন॥
যে দিকেতে ফিরে চাই, ধার্ম্মিক দেখিতে পাই,
তোরা তবে আছিস কিজন্য।
বসিয়া বেতন খাবি, কবে বা চেতন পাবি,
যশ কিনি কবে হবি ধন্য॥

রাজ্যের শাসন বিনে, প্রজাগণ দিনে দিনে,
নিজ অভিমত কর্ম্ম করে।
ছাড়িয়া ডাকাতি চুরি, ন্যায় উপার্জ্জনে পুরী,
পরিপূর্ণ করিবেক পরে॥
প্রজারা প্রকাশি বল, কর্ম্মকাণ্ড অমঙ্গল,
প্রতি ঘরে ঘরে করে সবে।
পিতা পুত্রে হবে দ্বন্দ্ব, দূরে যাবে নিরানন্দ,
সে দিন আসিবে আর কবে॥
মম আজ্ঞা শিরে ধরি, পূর্ব্ব মত ত্যজ্য করি,
আমার চরণে দিবে ফুল।
শোকাকুল হবে নর, প্রবঞ্চনা পরস্পর,
তবে হবে রাজ্যের প্রতুল॥
অন্নাভাবে মারা যাবে, মানুষে মানুষ খাবে,
প্রভুহত্যা করিবেক দাসে।
দাঁড়াইয়া গঙ্গানীরে, তুলসীরে ধরি শিরে,
মিথ্যা বাক্য কবে অনায়াসে॥
প্রসূতি বেচিয়া কন্যা, ধন পেয়ে হবে ধন্যা,
নর হবে নারী আজ্ঞাকারী।
কুলীন ব্রাহ্মণ যারা, শত বিয়ে কোরে তারা,
হবেন বিশিষ্ট নামধারী॥
তাদের বণিতাগণে, নিজ পতি অদর্শনে,

পরপতি পরায়ণা হবে।
বৈষ্ণবেরা বাহু তুলি, মুখে বলি কৃষ্ণ বুলি,
মদ্য মাংস কূপে ডুবে রবে ॥
দীনে নাহি ভিক্ষা পাবে, দিনে ২ সব যাবে,
তবে রবে আমার সৌরভ।
পৃথিবী হরিবে ধন, দস্যু হবে সাধু গণ,
চন্দনেতে না রবে শৌরব ॥
সাজরে সত্বরে সবে, শাসন করিতে হবে,
শর ধনু লহরে লহরে।
মেয়াদ হইলে গত, করিব জীবন হত,
কার সাধ্য কেবা রক্ষা করে।

কাম ও ক্রোধের বীরত্ব প্রকাশ।

পয়ার

হেরিয়া কলির কোপ সভয় অন্তরে।
সৈনাধ্যক্ষ কাম বীর কন যোড় করে ॥
মহারাজ তব আজ্ঞা পেলে একবার।
নিমিষে যাইতে পারি সাগরের পার ॥
আমার বীরত্ব আছে ভুবনে প্রচার।
এক মুহুর্ত্তেতে করি সারকে অসার ॥
মম এই তীক্ষ্ণ শর লাগে যদি গায়।

মুনি ঋষি যোগীদের যোগ ভেঙ্গে যায় ॥
প্রবল প্রতাপে যদি মনে করি আমি।
ভূতল করিতে পারি রসাতল গামি ॥
মম দর্পে সুরাসুর সবে শঙ্কা করে।
মম বশ হোয়ে ইন্দ্র গুরুপত্নী হরে ॥
করিতে আমারে বাধ্য আছে কার সাধ্য।
আমিই করিতে পারি জগজনে বাধ্য ॥
অতএব মহারাজ সুখে কর রাজ্য।
সপ্তাহের মধ্যে আমি উদ্ধারিব কার্য্য ॥
শুনিয়া সন্তুষ্ট হোয়ে কলি মহারাজ।
শিরোপা দিলেন তারে বহুমূল্য তাজ ॥
শাসন করিতে রাজা দ্রুত যায় কাম।
ক্রোধ আসি কলি পদে করিল প্রণাম ॥
ক্রোধেতে হইয়া পূর্ণ ক্রোধে কন কলি।
তোদের আলস্য হেতু গেল যে সকলি ॥
শাসন বিহনে রাজ আসন না রয়।
প্রজারা করিয়া বল সব লুটে লয় ॥
দেখ্ দেখি চেয়ে রাজ্য হলো ছার খার।
মনে কি ভাবিস আমি রাম অবতার।
রাজার অবাধ্য প্রজা হয়েছে নির্যাস।
মারিলে না করে রাগ একি সর্ব্বনাশ ॥

দান ধ্যান পূজা আদি পাপ কর্ম্ম যত।
নানাবিধ অত্যাচার করে অবিরত॥
থাকিতে আমার সৈন্য তোরা ছয় জন।
কি কারণে এই সব করি নিরীক্ষণ॥
ক্রোধ কন নিবেদন শুন মহারাজ।
এত দিন করি নাই সমরের কাজ॥
মনে বড় ছিল আশা ওহে নরপতি।
বিনা যুদ্ধে তব বশ হবে বসুমতী॥
দেখিলাম আজিকার কাল ভাল নয়।
জোর বিনা কেহ নাহি ডেকে কথা কয়॥
কালের গতিক বুঝে কর্ম্ম করা ভাল।
সাদা না হলোনা যদি তবে হই কাল॥
তব দাস এই ক্রোধ যদি মনে করে।
কত বেটা আত্ম হত্যা করে ক্রোধ ভরে॥
আমি যদি হই কারো হৃদয়ে উদয়।
এক মূহুর্ত্তের মধ্যে অমনি প্রলয়॥
শচীসহ ইন্দ্রের ঘটাতে পারি দ্বন্দ্ব।
হোম যাগ যজ্ঞ করি এক দিনে বন্দ॥
জনকের গলদেশে পুত্রে দেয় ছুরি।
কেহ কার বংশ নাশে পোড়াইয়া পুরী॥
কেহ বা দরিদ্র হয় আমার কৃপায়।

এক দিবসের মধ্যে রাজ্য উড়ে যায় ॥
একেরে মারিতে যদি মরে শত জন।
তথাপি না হয় ক্ষান্ত আমার কারণ ॥
আমাহৈতে কুরুবংশ হইল নিধন।
সমর সময়ে আমি সাক্ষাৎ শমন ॥
মন সঙ্গ ছিল সেই ভীমের পিরীত।
পেট চিরে খায় দুঃশাসনের শোণিত ॥
এসব ভীষণ কাণ্ড আমাতে উদ্ভব।
আর যত সৈন্য তব ভাত মারা সব ॥
এখনি করিয়া দিব পৃথিবীকে বশ।
সকলে গাইবে প্রভু তব গুণ যশ ॥
ক্রোধের বীরত্ব শুনি কলি নরপতি।
প্রসাদ দিলেন তারে মণি মুক্তা মতি ॥
শাসন করিতে রাজা ক্রোধ ক্রোধে যায়।
লোভকে আনিতে দূতে আজ্ঞা দেন রায় ॥

লোভের আগমন।

লঘু চৌপদী।

পেয়ে অনুমতি, হয়ে হৃষ্ট মতি, লোভ দ্রুতগতি,
আসিয়া কয়।
কেনহে রাজন, এতউচাটন, কিসের কারণ,

পেয়েছ ভয় ॥

আমি তব দাস, যেবা অভিলাষ, করহ প্রকাশ,
করিব তাই।
যখন রুষিব, সাগর শুষিব, তোমারে তুষিব,
ভাবনা নাই ॥

শুনে কন কলি, গেল যে সকলি, কারে আর বলি,
পড়েছি ঘোরে।
তোরাই রক্ষক, তোরাই ভক্ষক, হইয়ে তক্ষক,
দংশিলি মোরে ॥

মরি একি তাপ, আছে কার শাঁপ, আমার প্রতাপ,
গেলরে তাই।
জগজ্জন যত, দান ধ্যানে রত, দেখি অবিরত,
যে দিগে চাই ॥

এসব হেরিয়া, আছি যে মরিয়া, এ দেহ ধরিয়া,
আছে কি ফল।
হায় হায় হায়, তনু জ্বলে যায়, ইহার উপায়,
কি করি বল ॥

মদ ছরা খাবি, গুণ নাহি গাবি, সমরে না যাবি,
হুকুমে মোর ॥
শত্রুদল বল, হইল প্রবল, লুটিল সকল,
বিপদ ঘোর ॥

শুনে লোভ কয়, কেন মহাশয়, এত কর ভয়,
থাকিতে আমি।
নবীনে প্রাচীনে, সবে মোরে চিনে, হব এক দিনে,
সর্ব্বত্র গামী ॥
যথায় যাইব, আদর পাইব, পরিব খাইব,
মনের সুখে।
থাকি দিন দশ, সবে করি বশ, তোমার সুযশ,
গাওয়াব মুখে ॥
আমার সুরীত, জগতে বিদিত, সবে হরষিত,
আমায় পেলে।
বলে খাই খাই, নাহি মেটে খাঁই, পেট ভরে নাই,
ভুমোন খেলে ॥
আছয়ে প্রমাণ, লোভ বলবান, নাহি থাকে মান,
পেটুক হলে।
উদরের দায়, জাতি কুল যায়, নীচ অন্ন খায়,
ক্ষুধায় জ্বলে ॥
মম সম গুণী, না দেখি না শুনি, যোগী ঋষি মুনি,
কাঁপেন ত্রাসে।
আমারি কারণ, লয়ে পর ধন, পড়ে কত জন,
কালের গ্রাসে।
লোভের বচন, শুনিয়া তখন, কলিরাজ কন,

ঘুচাও ক্ষোভ।

পাইয়া আদেশ, করিয়া সুবেষ, শাসিতে স্বদেশ,

চলিল লোভ ॥

মোহ মদের আগমন।

ত্রিপদী।

দূত মুখে বার্ত্তা পেয়ে, মোহ মদ এল ধেয়ে,

উপনীত কলির সভায়।

করিয়া প্রণাম কোটী, কসিয়া বান্ধিয়া কটী,

বীর বেষে সম্মুখে দাঁড়ায় ॥

কলি কন ওরে মদ, হারাইলি নিজপদ,

সম্পদ ঘুচালি কর্ম্মদোষে।

মোহটা গিয়াছে বয়ে, বীর চূড়ামণি হয়ে,

অলসেই নিজ মন তোষে ॥

তোদের পদার্থ নাই, স্বচক্ষে দেখিতে পাই,

ফুলের ঘায়েতে মূর্চ্ছা যাস্।

তাকিয়ায় দিয়াঠেস, সুখেতে আছিস বেস,

বিনা শ্রমে ক্ষীর ছানা খাস ॥

ঘটিল বিষম দায় রাজ্যে হলো অল্প আয়,

খরচ তাহার চতুর্গুণ।

যার শিরে পড়ে ভার, কেবা রাখে খোঁজ তার,

হৃদে জ্বলে ভাবনা আগুণ ।।
তোদের সে চিন্তা নাই, আমি শালা মথা পাই,
আনিয়া যোগাই সমুদয় ।
তবুতো উঠেনা মন, একেবারে মোন মোন,
নাপেলে বদন ভার হয় ।।
দন্তের মর্য্যাদা কত, সেদন্ত না হলে হত,
জানিতে না পারে গুণ তার ।
মমসম গুণবান, পৃথিবী খুঁজিয়া আন,
তোদের দিয়ে রাজ্য ভার ।।
অপে কি হয়েছি রাজা, বিস্তর পাইয়া সাজা,
বসিয়াছি রাজ সিংহাসনে ।
সত্যযুগ মহাবলী, ত্রেতাবীর তারে দলি,
রাজ্য নিল জয়ী হয়ে রণে ।।
দ্বাপর তাহার পরে, ত্রেতা সহ যুদ্ধ করে,
নিরাহারে অস্থি চর্ম্ম সার ।
বিস্তর পাইয়া কষ্ট, পরেতে করিল নষ্ট,
ত্রেতাযুগ গেল ছার খার ॥
অবশেষে আমি কলি, সাহসিক মহাবলী,
সৈন্য সহ চলিলাম যুদ্ধে ।
অশ্বআরোহণ করি, ধনুর্ব্বাণ করে ধরি,
প্রবেশ হলাম নিজ যুদ্ধে ॥

দ্বাপরের তীক্ষ্ণ শর, ঘন পড়ে বক্ষোপর,
শিলা বৃষ্টি প্রায় অবিরত।
সহ্যকরি সেই দুখ, পরেতে হইল সুখ,
করিলাম রাজ্য হস্ত গত॥
অতএব বলি তাই, দুখ বিনা সুখ নাই,
অলসেতে বহু কষ্ট হয়।
কুড়েরা দুখেতে ভাসে, বসে তাকিয়ের পাশে,
মাটির ঢিপির মত রয়॥
আহারের বেলা হলে, ছিনপাত গিয়া চলে,
হাঁপিয়া বলেন বাপবাপ।
এক গ্রাস দিয়া মুখে, অমনি ভাসেন দুখে,
ক্ষুধা নাই একি মনস্তাপ॥
ইথে যদি খাই তবে, পরি পাক নাহি হবে,
ঢেঁকুর উঠিবে চোঁয়া চোঁয়া।
ভাবিয়া হলাম কাল, কিছু নাহি লাগে ভাল,
পচে গেল ক্ষরমেসে মোয়া॥
ঘরে দ্রব্য নানা রস, বেদানাদি আনারস,
বিরস বদনে আমি থাকি।
প্রত্যহ ঔষধি খাই, ক্ষুধা নাহি টেরপাই,
বৈদ্য বেটা দিয়া যায় ফাকি॥
এইরূপ আপশোষ, পরেতে বৈদ্যের দোষ,

না জানেন কিসে পীড়া হয়।

পরিশ্রম যে না করে, নিদ্রাতেই কাল হরে,

তার রোগ যাইবার নয়॥

দুমোন ঔষধি খেয়ে, ঔষধের কূপে নেয়ে,

যদি নাহি করে পরিশ্রম।

তথাপি না হয় ক্ষুধা, বিষ তুল্য লাগে সুধা,

না যায় লোকের এই ভ্রম॥

লোকে যারে বলে কুড়ে, সে কেন মরে না পুড়ে

কিবা কাজ এ জগতে রয়ে।

থাকিতে চরণদ্বয়, গতি বিধি নাহি হয়,

আলস্যের বশীভূত হয়ে॥

বিষয়ী মানব গণ, যদ্যপি অলস হন,

ভিনদিনে বিষয় না রয়।

পরে লুটে পুটে খায়, উঠে হেঁটে দেখা—দায়,

বেঁধে রাখে আলস্য দুর্জ্জয়॥

সামান্য মানব যারা, মোট বয়ে সুখি তারা,

পরিশ্রম মহৌষধি খেয়ে।

সময়েতে ক্ষুধাপায়, সুধাপানে নাহি চায়,

মহাতুষ্ট শাক অন্ন পেয়ে॥

পরিপাক হয় বেস, নাজানে দুখের লেশ,

মূর্খে বলে তাহাদের দুখী।

চটাসনে নিদ্রাযায়, বৃশ্চিকে দংশিলে গায়,
নিদ্রা সুখে না হয় অসুখী ॥
শরীর চালনা বিনে, অঙ্গ সব দিনে দিনে,
একেবারে বদ্ধ হয়ে যায় ।
তাইতে তোদের বলি, কেনরে এমন হলি,
বিনা শ্রমে নাহিক উপায় ॥

মোহ মদের প্রতি দেশ শাসনের অনুমতি ।

পয়ার ।

কলির বচন শুনি মোহ মদ কয় ।
অপেক্ষা বরুন প্রভু দিন আট নয় ॥
ইতোমধ্যে গিয়া যুদ্ধে সকলি নাশিব ।
বজ্জাত বৈরাগীদের রুধিরে ভাসিব ॥
আপনি হলেন রাজা এ মহী মণ্ডলে ।
কার সাধ্য আছে আর ধর্ম্মকথা বলে ॥
চাঁদের উদয় হলে অন্ধকার যায় ।
গরুড়ের আগমনে ভুজঙ্গ পলায় ॥
জ্বলন্ত অনলোপরে বরিষিলে জল ।
অবশ্য হইবে সেই অনল শীতল ॥
আইলে দক্ষিণ বায়ু শীত দূরে যায় ।
ছাগের প্রভুত্ব কোথায় বাঘের সভায় ॥

কেশরী সমান প্রভু আপন বিক্রম।
সুজনের পক্ষে শান্ত দুর্জ্জনের যম॥
আপনার শ্রীমুখের আজ্ঞা যদি পাই।
ক্ষমা শান্তি বেটাদের সাগরে ডুবাই॥
কলিকন আমারত সেই অভিপ্রায়।
যাহে ধর্ম্ম কর্ম্ম গুলা শীঘ্র লোপ পায়॥
প্রতি ঘরে ঘরে দ্বন্দ্ব হিংসা আর দ্বেষ।
সর্ব্বদাই করে নরে দিবে উপদেশ॥
সহজেতে যদি হয় কাজনাই দ্বন্দ্বে।
নচেৎ করিয়া বল শাসিবে সচ্ছন্দে॥
পরস্পর অস্ত্রাঘাতে সবে হবে ক্ষয়।
দিবে লক্ষ নর যেন আত্ম ঘাতী হয়॥
যে আজ্ঞা বলিয়া মোহ মদ চলে যায়।
মাৎসর্য্য আসিয়া ভূপে মস্তক নোয়ায়॥
কলি কন এতদিনে ভাঙ্গিল কি ঘুম।
গণ্য নাহি হয় বুঝি আমার হুকুম॥
কার বসে বলবান হয়েছিস তোরা।
নাজানি আমার গলে কবে দিবি ছোরা॥
শুনিয়া মাৎসর্য্য কয় যোড় করি কর।
ক্ষমাকর প্রভু আমি তোমার কিঙ্কর॥
তোমার বলেতে বলী তবধনে ধনী।

মহারাজ এদাসের মস্তকের মণি ॥
কলি কন শীঘ্র তবে মম আজ্ঞাধর।
শাসিতে দেশের লোক রণসজ্জা কর ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা লয়ে তীক্ষ্ন তীর।
করি দম্ফ দিয়ালম্ফ যায় মহা বীর ॥

কাম ভার্য্যার সহিত রণে যাত্রা করেন।

একাবলি ছন্দ।

হেথা কাম আসি আপন বাসে।
শঠতারে কন মধুর ভাষে ॥
শুনলো শঠতা প্রেয়সী মোর।
বিদেশে যাইব কিহবে তোর ॥
রাজার আদেশ হইল আজি।
থাকেনা এপদ নাহলে রাজি ॥
কি করি রাজার বেতন খাই।
পরাধীন হলে সুখত নাই ॥
বসি এতদিন ছিলাম ঘরে।
কত অপমান তাহারি তরে ॥
শাসিতে স্বদেশ আদেশ তাঁর।
নাশিতে বিপক্ষ দিলেন ভার ॥
ভূপতির মন রাখিলে পরে।

পেনসন পাব বসিয়া ঘরে ॥
তাই যেতে চাই বিদেশে ধনী।
বিদায় দেহলো বিধুবদনী ॥
শুনিয়া তখন কামের বাণী।
ধনী কয় কর কপালে হানি ॥
কিকথা শুনালে প্রাণের পতি।
বধিতে রমণী তোমার মতি ॥
তোমাবিনা আর নাহি যে গতি।
পতি বিনা কোথা বাঁচেসে সতী ॥
একাকিনী আমি কেমনে রব।
চাতকিনী প্রায় কষ্টই সব ॥
করেছো প্রতিজ্ঞা যাবে নিতান্ত।
তবে তব সনে যাব হে কান্ত ॥
ভালবাসা যদি থাকে হে মনে।
অবশ্য আমারে লইবে সনে।
দেখ ত্রেতা যুগে সে রঘুপতি।
বনে যান লয়ে জানকী সতী ॥
আর দেখ নাথ ভাবিয়া মনে।
পতিসনে যান দ্রৌপদী বনে ॥
দময়ন্তী নাম নলের কান্তা।
সুরূপসী ধনী সুশীলা শান্তা ॥

পতি পরায়ণা ছিল সে অতি।
নলসহ করে কাননে গতি॥
রমণী পতির অর্দ্ধেক কায়া।
সঙ্গে সঙ্গে ফেরে যেমন ছায়া॥
মম প্রতি তব নাইহে মায়া।
কথায় কেবল বলহে জায়া॥
অবলা সরলা অখলা আমি।
কেমনে রহিব বিহনে স্বামী॥
যথায় জীবন তথায় মীন।
যথায় বদান্য তথায় দীন॥
ওহে কাম তুমি যাবে হে যথা!
দাসীরূপে আমি যাবহে তথা॥
শুনিয়া তখন বলেন কাম।
চলতবে যাই ছাড়িয়া ধাম॥
এইরূপে দোঁহে ছাড়িয়া দেশ।
চলিল রাজার পেয়ে আদেশ॥

ক্রোধ স্বপত্নী দ্বেষের সহিত রণে যাত্রা করেন
লঘু ত্রিপদী

ক্রোধ গৃহে আসি, আঁখিনীরে ভাসি,
নিজ নারী দ্বেষে কন।

শুন ওলো দ্বেষ, যাইব বিদেশ,
অস্থির হতেছে মন ॥
কি করি উপায়, ঘোর তর দায়,
পরের চাকরি করা ।
নাহি গেলে নয়, রাজা কটু কয়,
যাবলো প্রেয়সী ত্বরা ॥
বিদায় হইয়া, শিরোপা লইয়া,
এসেছি লো তবকাছে ।
দেরি নাহি আর, কেবল তোমার,
বিদায় অপেক্ষা আছে ॥
শুনে দ্বেষ কয়, কেন মহাশয়,
শর হান পুনঃ পুনঃ ।
জীবন থাকিতে, একথা রাখিতে,
পারিব বনা ধু শুন ॥
কি কথা বলিলে, দুখের সলিলে,
ভাসাইলে অধীনিরে ।
বাক্য নাহি সরে, মন হুহু করে,
বিনা মেঘে বজ্র শিরে ॥
কে বাদ সাধিল, এমন্ত্রণা দিল,
বহাইল আঁখিধারা ।
বিনা প্রাণ পতি, বাঁচেকি যুবতী,

ফণি যেন মণি হারা ॥
নারীর বচন, শুনে ক্রোধ কন,
দিনকত থাক প্রিয়ে।
ত্বরায় আসিব, বিচ্ছেদ নাশিব,
মিলনের অসিদিয়ে ॥
বিবেচনা করি, দেখলো সুন্দরী,
দ্বেষ ছাড়া ক্রোধ নহে।
যথা তথা রই, তোমা ছাড়া নই,
নাহেরিলে তনু দহে ॥
দ্বেষ কহে তবে, কেমনেতে রবে,
একাকী বিদেশে গিয়া।
লহ মোরে সঙ্গে, দোঁহে রব রঙ্গে,
নানা দেশ নিরক্ষিয়া ॥
নির্গুণা রমনী, নহি গুণ মনি,
মম গুণে বশ ধরা।
করিব সাহায্য, ভূপতির কার্য্য,
উদ্ধার হইবে ত্বরা ॥
যদি দায় ঘটে, থাকিলে নিকটে,
দুখের লাঘব হবে।
প্রেয়সীর ভাষে, মনের উল্লাসে,
ক্রোধ কন চল তবে ॥

লোভ নিজ পত্নী অসন্তোষে লইয়া
দেশ শাসনে গমন করেন।

দীর্ঘ ভঙ্গ ত্রিপদী।

লোভ আসি আপন মন্দিরে।
অসন্তোষে কন ধীরে ধীরে॥
শুন অসন্তোষ ধনী, রমণীর শিরোমণি,
দেখা হবে আসি যদি ফিরে॥
বজ্র সম বচন শুনিয়া। অসন্তোষ কহে চমকিয়া॥
বল বল প্রাণধন, নিদারুণ এ বচন,
কহিতেছ কিসের লাগিয়া॥
তুমি হৃদি পিঞ্জরের পাখী। তুমি তারাসম আমি আঁখি॥
আমি শাখা, তুমি শাখী, সদাই একত্রে থাকি,
বিচ্ছেদের ধার নাহি রাখি॥
লোভ কন কি করি উপায়।
সাধে কি যাইতে মন চায়॥
রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি, দেশের শাসন করি,
পুনরায় আসিব ত্বরায়॥
অসন্তোষ কর যোড়ে কন, শুন নাথ মম নিবেদন,
হব তব সহগামী, একাকিনী গৃহে আমি,
রব না হব না জ্বালাতন॥

লোভ তুমি রহিবে যথায়, অসন্তোষ যা[illegible]হে তথায়,
না জানি কি আছে ভালে, বল প্রভু কোন কালে,
প্রেয়সীকে কে বা ছেড়ে যায় ॥
নারী নাহি চাহে অন্য ধন।
যুবতীর পতিই জীবন ॥
অধীনীর গতি পতি, মাণিক মুকুতা মতি,
সব ঐ তব শ্রীচরণ ॥
পতি যদি হয় হে কুরূপ। সতী দেখে রূপ অপরূপ।
কৃপণ হইলে পতি, লোকালয়ে বলে সতী,
পতি কল্পতরুর স্বরূপ ॥
সেই পতি তুমি হে আমার।
তব সঙ্গে যাব হর্ষে, তথা যদি বিষ বর্ষে,
তাও হবে সুধার সুতার ॥
তুমি এই দুখিনীর মান, সঙ্গে লহ হয়ে কৃপাবান।
শুনিয়া খেদের বাণী, ধরিয়া ভার্য্যার পাণি,
উভয়েতে দ্রুতগতি যান ॥

মোহ মদ মাৎসর্য্যাদির স্বপত্নী সহিতে
রণে যাত্রা ও কামের দেশ শাসন।

পয়ার।

মোহের রমণী মায়া অতি রূপবতী।

চলিলেন মোহ তারে লইয়া সংহতি ।।
মদের প্রেয়সী গর্ব্ব সর্ব্ব বিনাশিনী ।
কেমনে রাখেন তারে গৃহে একাকিনী ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করি অবশেষে ।
রমণীরে সঙ্গে লয়ে চলেন বিদেশে ॥
মাৎসর্য্যের প্রিয় পত্নী দম্ভ নাম ধরে ।
তব সনে যাব বলি ধরে পতি করে ॥
উতলা দেখিয়া তারে সঙ্গে করি লয়ে ।
মাৎসর্য্য করেন যাত্রা মহা হৃষ্ট হয়ে ॥
এদিগে কলির ভৃত্য মহাবল কাম ।
ছাড়িছেন তীক্ষ্ণ শর নাহিক বিশ্রাম ॥
কাম এলো কাম এলো শুনে এই রব ।
সতর্ক হইল সেই দেশ বাসী সব ॥
সাবধান সাবধান সাবধান ভাই ।
পড়িলে কামের হাতে আর রক্ষা নাই ॥
প্রাণ রাখ প্রাণ রাখ প্রাণ রাখ সবে ।
সাহস হৃদয়ে ধর ত্রাণ পাবে তবে
সহ্য কর সহ্য কর সহ্য কর শর ।
ধৈর্য্যধর ধৈর্য্যধর ধৈর্য্যধর নর ॥
ভয় নাই ভয় নাই জয় হবে রণে ।
কামের সহিত যুদ্ধ কর প্রাণ পণে ॥

সহজে শরণাগত না হইও কেহ।
যায় প্রাণ সেও ভাল নিত্য নহে দেহ॥
দুরন্ত কলির সৈন্য বিকট আকার।
নিকট হইল আসি কর প্রতীকার॥
শরাঘাতে যদি যাও মরণের গ্রাসে।
তথাপি কামের বশ হইও না ত্রাসে॥
এবার ইহার হাতে পাও যদি ত্রাণ।
ক্রোধ লোভ মোহ মদে হবে তুচ্ছজ্ঞান॥
এই বেটা সৈন্যাধ্যক্ষ মহা বলবান।
যোগী ঋষি মুনিদের নাহি রাখে মান॥
নিষেধ না মানে কার নিদয় হৃদয়।
সর্ব্বনাশ ঘটে হলে হৃদয়ে উদয়॥
এইরূপ পরস্পর বলে প্রজাগণ।
ক্রোধে কাম করে ঘন অস্ত্র বরিষণ॥
দুই এক জন খেয়ে গোটাকত শর।
ভয়েতে হইল গিয়া কামের কিঙ্কর॥
সদাচার সদাশয় ব্যক্তি ছিল যারা।
অপমান ভয়ে কেহ না রহিল তারা॥
করেতে করঙ্গ করি পরিয়া কৌপীন।
কামেরে করিয়া জয় হৈল উদাসীন॥
কেহ কেহ জটাভার রাখিয়া মাথায়।

অঙ্গেতে মাখিয়া ভস্ম অরণ্যেতে যায় ॥
কেহ কেহ অগ্নি রাশি জ্বালি চারি পাশে।
আঁরম্ভিল পঞ্চতপ মনের উল্লাসে ॥
কেহ লয় অবিরত ঈশ্বরের নাম।
সাধ্য কি তাদের কাছে যায় আর কাম ॥
কেহ কেহ অন্নত্যাগী হয়ে একবারে।
জলাহার করি ডাকে ভব কর্ণধারে ॥
ক্রমে ক্রমে বাতাহারে কাটাইল দিন।
তনু ত্যজি হৈল পরে শিব পদে লীন ॥
বিস্তর করিল ক্লেশ যত প্রজাগণ।
প্রাণ হারাইল তবু না নিল শরণ ॥
দেখিয়া দুর্দ্দান্ত কাম মানি পরাজয়।
রাজার সভায় আসি উপনীত হয় ॥

কামের মদরূপ ধারণ।

ত্রিপদী।

কামে করি নিরীক্ষণ, কলি কন কি কারণ,
বিরস বদন দেখি তোর।
আঁখি কেন ছল ছল, ওরে কাম বল বল,
বুঝি নাম ডুবাইলি মোর ॥
কাম কহে মহাশয়, আমার তো সাধ্য নয়,

এ জগত বশীভূত করা।
লোকের কঠিন প্রাণ, সহ্য করি মম বাণ,
অনেকে হয়েছে আদমরা ॥
কি আশ্চর্য্য হায় হায়; যদ্যপি জীবন যায়,
তবু নাহি কেহ করে ডর।
আমার বাণের ঘায়, ছেঁড়া কাঁথা দিয়া গায়,
বৈষ্ণব হয়েছে কত নর ॥
তথাপি না হয় বশ, অবিশ্রান্ত দিন দশ,
ছাড়িয়া ছিলাম তীক্ষ্ণ শর।
গায়ে মাখি ভস্ম রাশি, হয়েছে অরণ্যবাসী,
যত বেটা দুর্জ্জন বর্ব্বর ॥
শুনিয়া কামের ভাষ, কলি কন সর্ব্বনাশ,
এত্‌দিনে গেল রাজ্য মোর।
ভরসা হইল হত, যাতনা সহিব কত,
জানিলাম যত বল তোর ॥
মিছা এই দেহ ধরা, মিছা এ প্রভুত্ব করা
মিছা দিই তোদের বেতন।
মুখেতে কহিলি যাহা, কাজে কই হলো তাহা
বুঝিলাম তোরা যে যেমন ॥
এত বলি ক্রোধে ফুলে, ধরিয়া কামের চুলে,
গদা লয়ে করেন প্রহার।

কার সাধ্য কে বাঁচায়, বিষম গদার ঘায়,
কাম দেহ হৈল জলাকার ॥
ভাসিল কলির পূর- স্বর্গেতে কাঁপিল সুর,
সবে বলে কি বিপদ অদ্য ।
জলবৎ হলো কাম, কলি রাখিলেন নাম,
সুধার্ম্ময় সুরা আর মদ্য ॥
শঠতা কামের নারী, শোক সম্বরিতে নারি,
অগ্নি মধ্যে দিল ধনী ঝাঁপ ।
মরিয়া বোতল হয়ে, পতিকে হৃদয়ে লয়ে,
ঘুচালেন বিরহ সন্তাপ ॥
কলি পেয়ে পরিতোষ, ত্যজ্যকরি পূর্ব্ব রোষ,
ধন্য ধন্য কহিলেন মদে ।
পূর্ব্ব জন্মে ছিলি কাম, হলো তোর মদ নাম,
ক্রমে ক্রমে দিব উচ্চ পদে ॥
সুরা কন ক্ষমা কর, এ দাসের দোষ হর,
এজন্মে সাধিব তব কার্য্য ।
আনি দেহ ইষ্টিমার, হইয়া সাগর পার,
বশ করি আসি সেই রাজ্য ॥
অগ্রেতে বিলাত গিয়া, তব নাম প্রকাশিয়া,
পরে যাব ফরাসির দেশ ।
নাহি চাই শর ধনু, অমনি টলিবে তনু,

যার পেটে করিব প্রবেশ ॥
শুনে কলি দেন সায়, আজ্ঞা পেয়ে মদযায়,
উপনীত বিলাত নগরে।
ছুটিল সৌরভ তার, পেয়ে সেই সমাচার,
জয়ধ্বনি প্রতি ঘরে ঘরে ॥
পরিহরি পুত্রশোক, ধাইল দেশের লোক,
তোড়া তোড়া টাকা লয়ে করে।
বৃদ্ধ বাল আদি করি, যতনে বোতল ধরি,
কাক খুলি ঢালিল অধরে ॥
চোলে যেতে টলে পদ, হয়ে ভাবে গদ গদ,
আধ আধ বদনে বচন।
মাতিল যতেক গোরা, যেন নদিয়ার গোরা,
নদে ছেড়ে বিলাতে গমন ॥
পাইয়া সুরার তার, নানাবিধ নাম তার,
রাখিলেন ইংরাজ সকল।
ব্রাণ্ডি আর ওয়াইন, সুধার স্যাম্পেন জিন,
যার গন্ধে ক্ষিতি টল মল ॥
এইরূপে সেই দেশ, বশীভুত করি শেষ,
কুশল সংবাদ দেন ভূপে।
বন্দিয়া কলির পদ, পশ্চাৎ লিখেন মদ,
ভ্রম ত্রুটি নাহি কোন রূপে ॥

এদিক করেছি জয়, আর কারে করি ভয়,
সকলে হয়েছে মম বশ।
গলি গলি ঢলি ঢলি, পড়িতেছে টলি টলি,
বাড়িতেছে তব গুণ যশ॥
পত্র পেয়ে নরপতি, হয়ে অতি হৃষ্টমতি,
দূতেরে শিরোপা দেন সাল।
আনন্দে প্রফুল্ল অঙ্গ, নৃত্য গীত রাগরঙ্গ,
শ্রবণ করেন মহীপাল॥
জন্ম চমৎকার, এতদিন অপ্রচার,
ছিল এই ধরনি ম:লে।
। বিস্তর ক্লেশ, লিখিতেছে সবিশেষ,
শ্রবণ করুন কুতূহলে॥

ক্রোধেব দেশ শাসন।

দীর্ঘ মাল ঝাপ।

হয়ে স্থির, ক্রোধবীর, ঘনতীর, ছুড়িছে।
প্রজাগণ, অচেতন, অগণন, পড়িছে॥
হায় হায়, ধর্ম্ম যায়, একিদায়, ঘটিল।
কলিকাল, মহীপাল, পাপ জাল পাতিল॥
কেহ কয়, মহাশয়, কেন ভয়, মরমে।
যাক প্রাণ, থাক মান, পাব ত্রাণ, চরমে॥

যদি মরি, নাহি ডরি ধৈর্য্য ধরি, রয়েছি।
আগেক্লেশ, সুখ শেষ, উপদেশ, পেয়েছি ॥
ক্রোধবশে, তনু খসে, ক্ষমারসে, মজরে!
প্রাণ পণ, কর মন, বৃথা ধন, ত্যজরে ॥
কার সাধ্য, করে বাধ্য, ভবারাধ্য, আছেরে।
অহঙ্কার, কোন্ ছার, মন্দ তাঁর, কাছেরে ॥
অন্ধকার, এসংসার, প্রশংসার, নহেরে।
নিরঞ্জন, নিত্যধন, সাধুগণ, কহেরে ॥
তাঁর পদ, সুখহ্রদ, ইন্দ্রপদ, কিছারে।
ত্যজ কায়া, ত্যজ মায়া, সুতজায়া, মিছারে ॥
যদি কেহ, বাঁধে দেহ, তারে দেহ, বাঁধিতে।
ভবার্ণবে, যশ রবে, নাহি হবে, কাঁদিতে ॥
ক্রোধসাপ, বড় পাপ, পায় তাপ, যে ধরে।
আত্মঘাতি, মাতামাতি, দিবারাতি, সে করে ॥
এলে কোপ, মার কোপ, ফেল ঝোপ, কাটিয়া
যোগেবসি, ধরকসি, ভক্তি অসি, আঁটিয়া ॥
এইরূপে জ্ঞানকূপে, মনসঁপে, থাকরে।
সাধু সনে, নিত্যধনে, এক মনে ডাকরে ॥

ক্রোধের পরাজয়।

পয়ার।

প্রহ্লাদের বাক্য শুনি ক্রোধ বলবান।

বিপরীত মূর্ত্তি ধরে শমন সমান ॥
অরুণ সমান আঁখি তারা সম তারা।
দেখিয়া হইল মূর্চ্ছা কাছে ছিল যারা ॥
নাসিকায় বহে ঝড় দন্ত যেন মুলো।
রসনা অসির ন্যায় কর্ণ দুটি কুলো ॥
নারিকেল গাছসম হৈল দুটি বাহু।
চাঁদকে ধরিতে যেন ধেয়ে যায় রাহু ॥
হাতের অঙ্গুলি গুলি যেন ইক্ষু দণ্ড।
দৃষ্টি মাত্রে ত্রিভুবন হয় লণ্ড ভণ্ড ॥
প্রকাণ্ড জালার তুল্য উদর বিকট।
পতঙ্গ সমান নর তাহার নিকট ॥
ভয়ানক নাভি কুণ্ড দেখে লাগে ডর।
পাঁচসের জল ধরে তাহার ভিতর ॥
ভল্লুকের লোম সম লোম হৈল গায়।
হইল হাতের নখ কোদালের প্রায় ॥
অশ্বত্থবৃক্ষের গোড়া সম দুটি উরু।
ভমী যেন দাড়ালেন নাশিবারে কুরু ॥
নীল বর্ণ কলেবর বচন কর্কশ।
চিনিতে না পারে লোক নর কি রাক্ষস ॥
করেতে করিয়া খড়্গ উচ্চৈস্বরে কয়।
রুধিরেতে ধরাতল ভাসাই নিশ্চয় ॥

যে না হবে মম বশ রক্ষা নাই তার।
বশীভূত যে হবে সে পাবে পুরস্কার ॥
ভূপতি কলির দাস মম নাম ক্রোধ।
মোরে ত্যজি অন্যে রত দিব তার শোধ ॥
প্রজা মধ্যে একজন পরম বৈষ্ণব।
ডেকে কয় প্রজাগণে স্থির হও সব ॥
ক্রোধের বীরত্ব দেখি কেন ভীত হও।
বৈরাগ্য কূপের মধ্যে ডুব দিয়া রও ॥
ত্যজিতে পারিলে কলি ভুজঙ্গের ভয়।
তবে ত সহজে তার মণি লভ্য হয় ॥
দংশনের ভয়ে যদি নাহি যাও কাছে।
মাণিক পাবার কিবা সম্ভাবনা আছে ॥
যত দুখ তত সুখ বলে জ্ঞানী গণ।
যত সুখ তত দুখ শাস্ত্রের লিখন ॥
প্রথমে শিখিলে বিদ্যা পরে হয় মান্য।
অলসে কাটালে দিন পরেতে সামান্য ॥
সাগরের ঢেউ দেখে যে বা পায় ভয়।
সে কি পারে যেতে পারে একি বোধ হয় ॥
অতএব ওরে ভাই কেটে ফেল শঙ্কা।
বৈরাগ্য রাজার নামে ঘন মার ডঙ্কা ॥
এখনি পলাবে ক্রোধ লয়ে নিজ প্রাণ।

হইবে পরম সুখ পাবে পরিত্রাণ ॥
সুধাময় বাক্য শুনি সবে দিল সায় ।
পরাজয় হয়ে ক্রোধ অমনি পলায় ॥

ক্রোধের গাঁজারূপ ধারণ ।

ভঙ্গ পয়ার ।

ক্রোধে করি নিরীক্ষণ ক্রোধে করি নিরীক্ষণ ।
কলি কন কেন তোর মন উচাটন ॥
হেরে জীবন চঞ্চল হেরে জীবন চঞ্চল ।
ওরে ক্রোধ ত্বরা বল দেশের কুশল ॥
ক্রোধ করপুটে কয় ক্রোধ করপুটে কয় ।
আজিকার রণে মন নাহি হলো জয় ॥
দেশে অমঙ্গল বড় দেশে অমঙ্গল বড় ।
প্রজাগণ একঠাঁই হইয়াছে জড় ॥
সবে করিছে মন্ত্রণা সবে করিছে মন্ত্রণা ।
হইলে কলির বশ বিষম যন্ত্রণা ॥
আমি ভয়ঙ্কর বেশে আমি ভয়ঙ্কর বেশে ।
ভ্রমণ করেছি ভূপ দেশে দেশে দেশে ॥
কেহ নাহি রাখে মান কেহ নাহি রাখে মান ।
তব সৈন্য হলো গণ্য তৃণের সমান ॥
দিয়া ভক্তি রসে মন দিয়া ভক্তিরসে মন ।

করিতেছে প্রজা গণ ধর্ম্ম আলাপন ॥
শুনি ক্রোধের বচন শুনি ক্রোধের বচন ।
ক্রোধে হৈল ভূপতির অরুণ লোচন ॥
করে করিয়া মুদ্গার করে করিয়া মুদ্গার ।
আঘাত করেন কলি ক্রোধের উপর ॥
সেই মুদ্গারের ঘায় সেই মুদ্গারের ঘায় ।
গুঁড়া হয়ে মহাবীর পড়িল ধরায় ॥
অগ্নিদেখিতে দেখিতে অগ্নি দেখিতে দেখিতে ।
সেই দেহ গাঁজা রূপ ধরে আচম্বিতে ॥
দেখে পতির মরণ দেখে পতির মরণ ।
দ্বেষ কহে মম প্রাণে কিবা প্রয়োজন ॥
ওরে ভাই বন্ধুগণ ওরে ভাই বন্ধুগণ ।
চিতা সাজাইয়া দেহ ত্যজিব জীবন ॥
আমি বিধবা হইয়া আমি বিধবা হইয়া ।
কেমনে রহিব আর যন্ত্রণা সহিয়া ॥
হিংসা ননদিনী মোর হিংসা ননদিনী মোর ।
দয়াহীন মায়াহীন হৃদয় কঠোর ॥
ঠেস নামেতে শাশুড়ি ঠেস নামেতে শাশুড়ি ।
সদাই গঞ্জনা মোরে দিবে সেই বুড়ি ॥
শুনে দ্বেষের ভারতী শুনে দ্বেষের ভারতী ।
চিতা সাজাইতে কলি দেন অনুমতি ॥

ধনী সহ মৃতা যায় ধনী সহমৃতা যায়।
দেখিবারে পুরবাসী দ্রুতগতি ধায় ॥
সবে কয় ধন্যা ধন্যা সবে কয় ধন্যা ধন্যা।
আমাদের দ্বেষ সতী দেশোজ্জলা কন্যা ॥
পতিপদে রাখি মন পতিপদে রাখি মন।
করে দ্বেষ অনলেতে দেহ সমর্পণ ॥
ধনী ত্যজিয়া জীবন ধনী ত্যজিয়া জীবন।
অপরূপ কোল্কে রূপ করিল ধারণ ॥
গাঁজা হয়ে হরষিত গাঁজা হয়ে হরষিত।
ত্বরায় মিলিল আসি ভার্য্যার সহিত ॥
কোল্কে কহেন গাঁজারে কোল্কে কহেন
গাঁজারে।
বিরাজ করহ মম হৃদয় মাঝারে ॥
আমি তোমারি কারণ আমি তোমারি কারণ।
প্রাণ ত্যজি কোল্কে রূপ করেছি ধারণ ॥
নাহি জানি অন্যজনে নাহি জানি অন্যজনে।
তোমায় সতত হেরি শয়নে স্বপনে ॥
দোঁহে করি আলাপন দোঁহে করি আলাপন।
বিনয়ে বন্দিল গিয়া কলির চরণ ॥
গাঁজা করযোড়ে কয় গাঁজা করযোড়ে কয়।
এজন্মে তোমার কার্য্য করিব নিশ্চয় ॥

যত ফকির ফাকুরায় লত ফকির ফাকুরায়।
বশীভূত করি পুন আসিব ত্বরায়॥
আমি গাঁজা নাম ধরি আমি গাঁজা নাম ধরি।
তিন দিনে মানবের কণ্ঠা বার করি॥
গেলে মম ধূম পেটে গেলে মম ধূম পেটে।
শোণিত সুখায় তবু সাধ নাহি মেটে॥
আমি যাব যেই পাড়া আমি যাব যেই পাড়া।
সে পাড়ার লোক সব হবে লক্ষ্মী ছাড়া॥
কলি হয়ে হৃষ্টমতি কলি হয়ে হৃষ্টমতি।
শাসন করিতে দেশ দেন অনুমতি॥
গাঁজা ভার্য্যার সহিত গাঁজা ভার্য্যার সহিত।
উদাসীন ব্যক্তিদের কাছে উপনীত॥
পেয়ে গাঁজার সুবাস পেয়ে গাঁজার সুবাস।
ফকির ফাকুরার মনে বাড়িল উল্লাস॥
বোম কেদার বলিয়া বোম কেদার বলিয়া।
সাজিল ভুরিতানন্দ ডলিয়া ডলিয়া॥
করে টিকাখানি লাল করে টিকাখানি লাল।
নিবেদিয়া ভোলানাথে বাজালেন গাল॥
দিয়া কলিকায় টান দিয়া কলিকায় টান।
আনন্দে বিহ্বল হয়ে ছাড়িলেন তান॥
করি উদাসীনে বশ করি উদাসীনে বশ।

গৃহস্থ আশ্রমে গাঁজা রহে দিন দশ ॥
যার বুদ্ধি সাধারণ যার বুদ্ধি সাধারণ।
ভোগায় ভুলিয়া নিল গাঁজার শরণ ॥
ক্রমে হলো যক্ষ্মাকাশ ক্রমে হলো যক্ষ্মাকাশ।
ধননাশ প্রাণনাশ কার সর্ব্বনাশ ॥
গাঁজা প্রকাশিয়া বল গাঁজা প্রকাশিয়া বল।
করে দিল বহুদেশ কলির দখল ॥
কলি পেয়ে সমাচার কলি পেয়ে সমাচার।
আজ্ঞা দেন করিবারে ডিণ্ডিম প্রচার ॥

লোভের দেশ শাসন।

ত্রৈপদী

লোভ গিয়া রণস্থলে, প্রজাগণে ডেকে বলে,
ভাইসব কুতূহলে, মম বাক্য ধর।
কেন হও জ্বালাতন, স্বদোষে পোড়াও মন,
হরিয়া পরের ধন, সুখে কাল হর ॥
তোমাদের কাছে কাছে, বিবিধ সামগ্রী আছে,
লও বলি কেবা যাচে, আজিকার কালে।
চেষ্টা করি লতে হয়, তবে ক্লেশ নাহি রয়,
করিলে ধর্ম্মের ভয়, পড়ে দুঃখ জালে ॥
সুখাদ্য আছয়ে নানা, নবনী মাখন ছানা,

তাহার আস্বাদ জানা, হবে আর কবে।
যদি বল ভয় পাই, কেমনে পরের খাই,
গোপনেতে খাও ভাই, দুখ নাহি রবে॥
তুলিয়া লোভের ধ্বজা, জিলাপি কচুরি গজা,
খেয়ে দেখ কত মজা, এ ভবের হাটে।
লোভ নাস্তি নর যারা, বড় দুখ পায় তারা,
ক্ষোভে শেষে হয় সারা, কেঁদে বুক ফাটে॥
কেহ প্রজা কেহ রাজা, কার বা শরীর তাজা,
কার দেহ হয়ে হাজা, পড়িতেছে খসে।
এই বড় মনে খেদ, পাঁজর হতেছে ভেদ,
সন্তোষ করিয়া ছেদ, লোভধর কসে॥
বৃথা শাস্ত্র পড়িয়াছ, ধর্ম্ম পথে দৌড়িয়াছ,
কাম ক্রোধ ছাড়িয়াছ, কার বাক্য শুনে।
নর কলেবর লয়ে, একেবারে গেলে বয়ে,
পতঙ্গ সমান হয়ে, পুড়িছো আগুনে॥

দীর্ঘ পয়ার।

লোভ বাক্যে প্রজাগণ বলে শুন ভাইরে।
উচ্চ অভিলাষ তুচ্ছ করহ সবাই রে॥
যে যাহা পেয়েছো সুখে ভোগ কর তাই রে।
একেবারে লোভের বদনে দেহ ছাই রে॥
সন্তোষ মাণিক হৃদে রাখ সর্ব্বদাই রে।

তাহাতে পরম সুখ পাবে সন্দ নাই রে ॥
অসন্তোষ রাক্ষসীর বড়ই বড়াই রে।
লোভের প্রেয়সী সেই তাইতে ডরাই রে ॥
ভ্রমণ করিতে যদি বহু দূর যাই রে।
সন্তোষ অমূল্য নিধি শুনি সর্ব্ব ঠাঁই রে ॥
সন্তোষ হীনের গুণ শুনিতে না পাই রে।
সে কারণে তার পানে ফিরে নাহি চাই রে ॥
সন্তোষ রাখিয়া কাছে ভিক্ষা করে খাই রে।
নবনী মাখন ছানা নাহি খেতে চাই রে ॥
ছেঁড়া কাঁথা দিয়া গায়ে নাচিয়া বেড়াই রে।
সন্তোষের কত গুণ বলি হারি যাই রে ॥
কুঁড়ে ঘরে করে বাস দিবস কাটাই রে।
সন্তোষের প্রিয় হয়ে বাসনা মিটাই রে ॥
অসন্তোষ বন মাঝে কেবল কাঁটাই রে।
তাইতে সন্তোষ পথে মনকে হাঁটাই রে ॥
ভেবে দেখ দিন আর আছে বা কটাই রে।
কেন হয়ে লোভাসক্ত সন্তোষে চটাই রে ॥
দ্বিজ হরি বলে মন থাকুক অঁাটাই রে।
লোভের দমন হেতু কেবল ঝাঁটাই রে ॥

লোভের আকিং মূর্ত্তি ধারণ।

দীর্ঘ ত্রিপদী

এইরূপে প্রজাগণ, ইষ্টপদে রাখি মন,
ধৈর্য্যাবলম্বন করি সকলে রহিল।
লোভ কহে বার বার, কে আছিস মার মার,
দেখিয়া এদের রীত তনু যে দহিল॥
আমি লোভ নাম ধরি, সাধুকে তস্কর করি,
আমারে অবজ্ঞা করে হায় হায় হায়।
রাগেতে কাঁপিছে তনু, এত বলি লয়ে ধনু,
ভয়ঙ্কর বেশ ধরি রণ মাঝে যায়॥
কেহ বলে সর সর, লোভ এলো লয়ে শর,
নশ্যর এ দেহ ভাই ঈশ্বরে সঁপিব।
লোভ বেটা বড় পাজি, বিবাদ বাদালে আজি,
তথাপি কলিরে কর কেহ নাহি দিব॥
বুঝিয়া প্রজার মন, ফেলে দিয়া শরাসন,
পলায়ন করে লোভ ফিরে নাহি চায়।
নগরে হইল রব, রণে হয়ে পরাভব,
কলি ভূপতির সৈন্য লোভ লজ্জা পায়॥
কলিরাজ ক্রোধ ভরে, বান্ধিয়া লোভের করে,
ভৎসনা করেন করি ভয়ঙ্কর ধ্বনি।
হইয়া কালের কাল, মারিয়া করেন তাল,

সেতাল আফিং মূর্ত্তি ধরিল অমনি ॥
পতির মরণ দেখে, সেই পদে মন রেখে,
সহমৃতা যেতে চায় অসন্তোষ নারী।
একগুঁয়ে ভগ্নীতার, চক্ষে বহে শতধার,
হাহাকার করেবলে দেখিতে নাপারি ॥
তোর দুঃখ সদাভাবি, তাই বুঝি ছেড়ে যাবি,
কেমনে কাটাবি মাথা পাষানী হইগে ॥
শুনেছি সকলে কয়, অসন্তোষ যথারয়,
একগুঁয়ে থাকেতথা পণ্য করিয়ে ॥
যাবে আজি সেপ্রণয়, বধকি কনার নয়,
দিদিতোর পায়ে ধরি ঘরে ফিরে আয়।
আমিতো বিধবা নারী, যাতনা পেয়েছি ভারি,
ভেবে আর কিকরিব নাহিক উপায় ॥

অসন্তোষের খেদ ॥
ললিত ছন্দ ॥

কহে অসন্তোষ ধনী বহে অসন্তোষ ধনী।
দুরন্ত বিরহভার, বহিতে না পারি, আর,
কে আমার আমিকার, দিনাগুণ মণি ॥
শুনি বিধবার দুখ শুনি বিধবার দুখ।
ননন্দিনী দুটকয়, বিষাদিনী হতে হয়,

সদাই অন্তরে ভয়, দেখাইতে মুখ ॥
খেটে তনু হয় কাল খেটে তনুহয় কাল।
শাশুড়ী নাকরে স্নেহ, জ্বালাতন হয় দেহ,
জগত মাঝারে কেহ নাহি বাসে ভাল ॥
গেলে বাপের আলয়ে গেলে বাপের আলয়ে।
পিতা মাতা নন সুখী, দিবানিশি রন দুখি,
সেদুখেতে অধ মুখী, বিধুমুখি হয়ে ॥
আছে একাদশী পাপ আছে একাদশী পাপ।
সে যাতনা কব কত, পাপিনী তাপিনী যত,
হয়ে রয় জ্ঞান হত, বাপ বাপ বাপ ॥
ভয়েকাঁপে কলেবর ভয়ে কাঁপে কলেবর।
পিপাসায় ফাটে প্রাণ,কেহ নাহি করে ত্রাণ,
লইতে জলের ঘ্রাণ, নিষেধ বিস্তর ॥
ধিক ধিক বিধবায় ধিক ধিক বিধবায়।
খায় যদি মিষ্টরস, নিন্দাকরে দিন দশ,
বিধবা নারীর যশ, শুনে কে কোথায় ॥
শুধু শাক চড় চড়ী শুধু শাক চড় চড়ী।
তাহাও দুবেলা নয়, এক সন্ধ্যা খেতে হয়,
উচিত বিধবা চয়, দেয় গলে দড়ি ॥
শাদা ধুতি পরিধান শাদা ধুতি পরিধান।
ধরায় অঞ্চল পেতে, শয়ন করেন রেতে,

মুখ শুষ্ক হেতু খেতে, নাহি পান পান ॥
আছে কিসুখ বাঁচায় আছে কিসুখ বাঁচায়।
দিবানিশি মরে জ্বলে কে সুধায় আত্ম বলে,
অধিক লিখিতে হলে, পুথি বেড়ে যায় ॥
শুনে দ্বিজ হরি কয় শুনে দ্বিজ হরি কয়।
আমার ত মনে লয়, এতুখ পাইবে লয়,
ঈশ্বর করুণা ময়, ধরায় উদয় ॥

অসন্তোষের শাল পত্র রূপ ধারণ।

পয়ার ॥

পতির বিরহে অতি দেখিয়া কাতরা।
একগুঁয়ে বলে তবে যাও দিদি ত্বরা ॥
সতীর আত্মীয় বর্গ যত জন ছিল।
জয় হউক বলে সবে আশিষ করিল ॥
মৃত্যু কালে অসন্তোষ কর যোড়ে কয়।
শেষে যেন পাইনাথ তোমার আশ্রয় ॥
এতবলি অগ্নিমধ্যে করিল শয়ন।
মরে শাল পত্র রূপ করিল ধারণ ॥
সেই অবধি শাল পাতা জগতে উদ্ভব।
প্রকাশ না ছিল ইহা গোপনীয় সব ॥
নাথের বদন দেখি শাল পত্র কন।

অদ্যাবধি হইলাম তোমার বাহন ॥
মম হৃদি যদ্যপি কঠিন বোধ হয়।
ঘৃত দিয়া কোমল করিব গুণময় ॥
যে তোমারে লয়ে যাবে দিয়া তব মূল্য।
সঙ্গে সঙ্গে যাব আমি হইয়া প্রফুল্ল ॥
রমণীর ভাল বাসা শুনি অহিফেন।
গায়ে হস্ত বুলাইয়া স্নেহে কহিছেন ॥
সাধ্যাসতী কুলবতী তুমি নারী ধন্যা।
বহু কষ্টে শাল পত্র হলে মম জন্যা ॥
এই রূপে রমণীর হৃদয়ে চড়িয়া।
কলির চরণ দোঁহে বন্দিলেন গিয়া ॥
কলি কন কেরে তোরা কোথায় নিবাস।
আফিং কহেন প্রভু তব চিরদাস ॥
পূর্ব্বে মম লোভ নাম ছিলহে ভূপতি।
অসন্তোষ নামে এই গুণবতী সতী ॥
আপনার মুষ্ট্যাঘাতে ছাড়ি কলেবর।
ধরেছি আফিং রূপ অতি মনো হর ॥
মনো হরা এই নারী প্রেয়সী আমার।
শাল পত্র রূপে এরে পেয়েছি এবার ॥
চীন দেশে অগ্রে গিয়া আসি আমি চিনে।
আমারে লইবে চিনে নবীনে প্রাচীনে ॥

নবীন প্রবীন আদি যত নরগণ।
যাবা মাত্র করিবেক আমার ভক্ষণ ॥
সে দেশ দখল করি এদেশে আসিব।
গুলি অবতার হয়ে সকলে নাশিব ॥
শুনে কলি মহারাজ মধুর ভারতী।
শাসিবারে চীন দেশ দিলেন আরতি ॥

অহিফেনের দিগ্বিজয় ও গুলিরূপ ধারণ।

ভূপতির আজ্ঞা পেয়ে, অহিফেন চলে ধেয়ে,
ক্রমে উপনীত চীনদেশ।
আনন্দ নগর ময়, জয় জয় ধ্বনি হয়,
দেশের ঘুচিল দ্বেষা দ্বেষ ॥
লয়ে আফিঙ্গের বাতি, মুখেদিয়া দিবারাত্তি,
সকলেতে সুখে কাল হরে।
বশীভূক্ত হয়ে তার, বলে আহা কিবা তার,
সুধার সুতার নষ্ট করে ॥
কিবা গুণ মরে যাই, না খাইলে উঠে হাই,
প্রকারান্তে খাইবারে চায়।
সময় হইলে তার, ধরে বেঁধে রাখা ভার,
দড়া ছিড়ে অমনি পলায় ॥
দুগ্ধ যদি নাহি পায়, শরীর শুখায়ে যায়,

অহিফেন সর্ব্বসুখ হরা।
পীড়া হলে ঘোর দায়, ঔষধি না খাটে তায়,
শমন ভবনে যান ত্বরা॥
অহিফেন মহা বল, বশ করি সেই স্থল,
বঙ্গদেশে করেন প্রবেশ।
অল্পলোকে কাঁচাখায়, মন নাহি উঠে তায়,
পাকিয়া ধরেন গুলি বেষ॥
তার যত সরঞ্জাম, নানা বিধ হৈল নাম,
ভোড় যোড় মেদ্ধ আর যাশু।
তেতালায় করি বাস, হইয়া গুলির দাস,
আকড়ায় উপনীত আশু॥
বসিবার ছেঁড়াচট, জলাধার ভাঙ্গা ঘট,
তথায় রাখেন যত্ন করে।
প্রথমে টাকার বলে, লুচি পুরি কুতূহলে,
চাটনি করেন প্রাণ ভরে॥
দ্বিতীয়েতে কমে ধন, গজায় মজান মন,
বেজায় না যায় গুলি বিনে।
তৃতীয়েতে তেলে ভাজা, জিলাপি কচুরি খাজা,
কণ্ঠদেখা দেয় দিনে দিনে॥
চতুর্থে বঞ্চিত ভোগে, চিটেগুড় সুসংযোগে,
কঠোর মটর ভিজে খান।

কেহবা চিনির জলে, শোলা ফেলি কুতূহলে,
চুসিয়া শুষিয়া করে পান ॥
পঞ্চমে, গুলিতে টান, মারিয়া পঞ্চত্ব পান,
আফিঙ্গের পূরাণ বাসনা।
গুলি খোর মলে পরে, কেহ না রোদন করে,
ঘোচে পিতা মাতার যাতনা ॥
এইরূপ হেরে গুলি, আনন্দের ধ্বজা তুলি,
নিবেদিল কলি মহারাজে।
মহারাজ আমি গুলি, বধেছি অনেক গুলি,
গোলা গুলি লাগে কোন কাজে ॥
লেগেগেছে মহাধুম, পান করে মমধূম,
অনেকই পাইতেছে শাস্তি।
জ্বালাতন যত নর, শুনে কলি নরবর,
হেসে কন আর শঙ্কা নাস্তি ॥

মোহ বীরের রণে যাত্রা।

তোটক ছন্দ।

রণে যাইবারে মোহ বীর সাজে।
ঘন ঘন কত রণ ঢাক বাজে ॥
কাড়া ডগরেতে পড়ে ঘন কাটি।
কেহ মারিতেছে পাকোয়াজে চাটী ॥

বাজে সেতারাদি কতসপ্তসুরা।
কেহ গান করে লয়ে তানপুরা॥
ভূমিকম্প যেন জগঝম্পরবে।
করে দম্ফ ঘোর রণে সাজে সবে॥
বাজে তাসা খাসা শতশত বাঁশী।
কাঁই কাঁই রবে বাজে কোটী কাঁসি॥
তুরি ভেরি যেন কত সুধাক্ষরে।
খোল করতাল বাজে মিষ্ট স্বরে॥
স্থানে স্থানে কত নহবত সাজে।
ঝুনু ঝুনু ঝুনু ঝনুঝনু বাজে॥
মোহ গিয়া রণে প্রজাগণে বলে।
এস এস সবে মম কর তলে॥
মম বশীভূত যেবা নাহি হবে।
চিরকাল তার মনে দুখরবে॥
দেহ দেহ ত্বরা কলিরাজে কর।
ধর ধর সবে মম বাক্য ধর॥
সহজেতে যদি হও আজ্ঞা কারী।
তবে নাহি হব আমি অত্যাচারী॥
যদি বল প্রকাশিতে বাঞ্ছা কর।
তবে প্রাণ হারাইবে ভ্রান্ত নর॥
কলি বলী অতি আছে রাষ্ট দেশে।

যদি নাহি ভজ দিবে বলি শেষে ॥
আমি সৈন্য তাঁরি সবে গণ্য করে।
মম জন্য তোরা আজি ধন্য হরে ॥
অবতীর্ণ কলি অসামান্য গুণে।
কর মান্য তাঁরে এই গুণ শুনে ॥
দ্বিজ হরি বলে মোহ যারে যারে।
বিবেকের ধরি করি তুচ্ছ তারে ॥

মোহের চরসরূপ ধাবণ ও তৎপত্নী
মায়ার নিক্তি রূপ ধাবণ।

ভঙ্গ ত্রিপদী।

প্রজাগণ মোহ বীরে কয়।
যারে যারে ওরে দুরাশয় ॥
তোরে নাহি করি শঙ্কা, নির্ভয়েতে মেরে ডঙ্কা,
লবি গিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় ॥
ডুবাইতে কুমন্ত্রণা কূপে।
তুই না পারিবি কোন রূপে ॥
যদিও এই চরাচর, বিবেকের অনুচর,
আছে তাঁর পদে মন সঁপে ॥
বিবেক সিংহের সম বলী।
শৃগাল সমান তোর কলি ॥

তারে নাহি দিব কর, তুই কি করিবি কর,
সাহসের অধীন সকলি ॥
দেখিয়া প্রজার সাধু সঙ্গ।
মোহবীর রণে দিল ভঙ্গ ॥
কলিকন হায়হায়, কবকায় জ্বলে কায়
ধিকধিক হাসালি বৈরঙ্গ ॥
ওরে বেটা হওরে নিপাত।
বলিয়া করেন অস্ত্রাঘাত ॥
বিপদ হইল শক্ত, সেদেহের খত রক্ত,
চরস হইল অকস্মাৎ ॥
পতির মরণ দৃষ্টি করি।
সংসারের মায়া পরি হরি ॥
মোহের রমণী মায়া, তখনি ছাড়িয়া কায়া,
নিক্তি রূপ ধরিল সুন্দরী।
নারীর দেখিয়া নিক্তি বেষ।
চরস কহেন বেস বেস ॥
কিন্তু দুঃখে জ্বলে অঙ্গ, সর্ব্বদা তোমার সঙ্গ,
হবে না হে এই বড় ক্লেশ।
নিক্তি কন যা আছে কপালে।
স্পর্শ হবে ওজনের কালে ॥
বাড়া বাড়ি কাজ নাই, ছাড়া ছাড়ি নাহি চাই,

যাক দিন এই আওহালে।
আছে আর এক নিবেদন।
পূরাও নারীর আকিঞ্চন ॥
গহনা গড়ায়ে দেহ, সাজাইব মম দেহ,
সকলে করিবে দরশন।
চরস মধুর ভাসে কন।
স্বোণা রূপা তোমারি ভূষণ ॥
মাণিক মুকুতা কত, প্রবালাদি মতি যত
তোমাতেই হইবে ওজন।
এই রূপে নিক্তি জন্ম হয়।
ব্যবসা দারেরা কিনে লয় ॥
স্বর্ণকার আদি করি, পরস্পর নিক্তি ধরি,
করে ক্রয় কেহ বা বিক্রয়।
নিক্তি নারী চরসের ভার্য্যে।
প্রকাশ না ছিল কোন রাজ্যে ॥
কলি সৈন্য মোহবীর, ত্যজ্যকরি স্বশরীর,
চরস হলেন রাজ কার্য্যে।
দেখে শুনে বলে হরি হরি।
পূর্ব্ব কথা অমৃত লহরি ॥
মাদক জনম বাণী, সুধারি সমান মানি,
পান কর সবে প্রাণ ভরি।

চরসের দিগ্বিজয়।

লঘুত্রিপদী।

মিলিয়া দুজনে, কলির চরনে, প্রণাম করিয়া কয়।
শুন হে রাজন, করি নিবেদন,
যদি অনুমতি হয়॥
কলি কন কেরে, পরিচয় দেরে,
কোথায় তোদের ধাম।
আসা কি কারণে, কি আশা মননে,
কার প্রজা কি বা নাম॥
কহেন চরস, আমি তব বশ,
পূর্ব্বে ছিল মোহ নাম।
এক্ষণে চরস, হয়েছি সরস,
শাসন করিতে গ্রাম॥
মর্ম্ম প্রাণ জায়া, পূর্ব্বে ছিল মায়া
এক্ষণে নিক্তির বেশ।
দেহ অনুমতি, যাই দ্রুতগতি,
যাথাকে কপালে শেষ॥
হয়ে হৃষ্টম তি, কলি নরপাত,
আদেশ করেন তায়।
যথায় পরব, তোমার গরব,
তথায় সকলে চায়॥

নৃত্যগীত স্থলে, সবে কুতূহলে,
তব ধোঁয়া যেন টানে।
করিলে বারণ, প্রমত্ত বারণ,
হয়ে যেন নাহি মানে॥
আদেশ পাইয়া, চলিল ধাইয়া,
চরস আনন্দ মনে।
পেয়ে তার বাস, হয়ে কেনা দাস,
রহিল পক্কবে গণে॥
পরব যথায়, চলেন তথায়,
চরস করিয়া টেঁকে
এয়ারের দল, মহা কুতূহল,
কেহ না নিকটে ঢেঁকে॥
খেমটা আউলি, দুটি বাহু তুলি,
নাচে কাছে কাছে গিয়া।
খল খল হাসি, সাবাস সাবাসি,
হাজার বাহবা দিয়া॥
ক্যাবাত ক্যাবাত, সদা এইবাত,
চক্কসে বাবুর কাছে।
ভেরি গুড নাচ, সহরের বাছ,
বহুত তারিপ আছে॥
খেউড় বিরহ, শুনে অহ রহ,

চরসে মারেন টান।
রামায়ণ হলে, ক্রোধানলে জ্বলে,
অমনি উঠিয়া যান॥
প্রহ্লাদ চরিত, শুনিলে কুপিত,
সদাই বদন ভারি।
আইলে সুঢপ বলেন বেঢপ,
বেটারা অসভ্য ভারি॥
মেয়ে কর্ত্তি এলে, সবদিয়া এলে,
দোতলায় দেন বাসা।
সন্তোষ কারণ, তত্ত্বাব ধারণ,
জল যোগ মণ্ডা খাসা॥
গরম কচুরি, থালা পুরি পুরি,
জিবে গজা সর ভাজা॥
ফরমাস দিয়া, দেন আনাইয়া
জিলাপি কচুরি খাজা॥
ত্যজি অন্য কাজ, করেন তোয়াজ,
রাখিতে তাদের মন।
এরূপে সকল করিয়া দখল
চরস অন্তর হন॥
কলির চরণ, করিয়া ধারণ'
নিবেদিল সমুদায়।

চরসের কাজ শুনে কলি রাজ
শিরোপা দিলেন তায় ॥

মদের রণে যাত্রা।

পয়ার।

মদবীর রণ মাঝে করিয়া প্রবেশ।
হৃষ্ট মনে প্রজাগণে দেন উপদেশ ॥
ভাই সব মহোৎসব কর ঘরে ঘরে।
কলির রাজ্যেতে দুখ না পাবে অন্তরে ॥
কোথাকার সত্য ত্রেতা দ্বাপর সামান্য।
ভূপতির মধ্যে দেখ কলিরাজ মান্য ॥
সত্য কথা বলে লোক পড়ে ঘোর দায়।
মিথ্যার মাহত্ম্য বড় কলির সভায় ॥
কাম ক্রোধ আদি এরা সুখের ভাণ্ডার।
সেই বলে মন্দ ঘটে বুদ্ধি নাহি যার ॥
কাম না থাকিলে কিসে হইত সন্তান।
তাহারে যে মন্দ বলে সেবড় অজ্ঞান ॥
ক্রোধ না থাকিলে সব হতো লণ্ড ভণ্ড।
অপরাধী জনে বল কেবা দিত দণ্ড ॥
লোভের যে কত গুণ বর্ণন অতীত
না থাকিলে কেবা কার মন যোগাইত ॥

মহা মোহ অসামান্য গুণের আধার।
যার গুণে বদ্ধ হয়ে আছে এ সংসার॥
জগতের শ্রেষ্ঠ আমি নাম ধরি মদ।
মজরে আমার পদে বাড়িবে সম্পদ॥
মদের বচন শুনি প্রজাগণ কয়।
তোর এই উপদেশ মনে নাহি লয়॥
দুরাত্মা কলির সৈন্য তোরা ছয়জন।
কেবল কুপথে সদা করিস ভ্রমণ॥
তোদের কুমতে কোন মতে নাহি যাব।
বিবেক বৃক্ষের ফলে সুধারস পাব॥
সাধু সহ সংমিলনে পাপী যায় স্বর্গে।
চোর হয় সাধু গণ কুজন সংসর্গে॥
দুর্জ্জনে সুজন করা সহজত নয়।
সুজনে দুর্জ্জন করা সহজেই হয়॥
দম্বলে প্রমাণ তার জানে সর্ব্ব জনে।
দধিবত হয় দুগ্ধ দম্বল স্পর্শনে॥
বিদ্যা বুদ্ধি অপেক্ষা স্বভাব বড় বলী।
সে স্বভাব ফিরে যায় সংসর্গেতে চলি॥
দশ দিন চোরের সংসর্গে হলে বাস।
অবশ্য তস্কর হতে হয় অভিলাষ॥
যার পিতৃ পিতামহ ছিল অতি ভক্ত।

তাঁর বংশ এক্ষণে কুকার্য্যে অনুরক্ত ॥
পূর্ব্বে যাঁরা সুরানাম করিয়া শ্রবণ।
কর্ণ পথে অঙ্গুলি দিতেন ততক্ষণ ॥
এক্ষণে তাঁদের বংশ ধ্বংস হয়ে যেতে।
সুরার সাগরে ডুবে রন দিবারেতে ॥
নিরন্তর ঢলাঢলি ঐ রসে মেতে।
ত্যজি সব ভাজা যান পাখি ভাজা খেতে ॥
সংসর্গের বশে যে পড়েছে ঐ ক্ষেতে।
বাকি নাহি আছে তার কোন দুঃখ পেতে ॥
সহরে সুরার তেজ বৃদ্ধি অতিশয়।
ইংরাজের সংস্বর্গেতে ঘটেছে নিশ্চয় ॥
সর্ব্ব স্থানে ইংরাজের গতি বিধি নাই।
তাই সুরা হীন দেশ আছে ঠাঁই ঠাঁই ॥
অতএব ওরে মদ তোর উপদেশে।
প্রথমে কিঞ্চিৎ সুখ জীবনান্ত শেষে ॥
দ্বিজ হরি বলে মদ কেন দেরি কর।
সিদ্ধ যদি হবে তবে সিদ্ধি রূপ ধর ॥

মদের সিদ্ধিরূপ ধারণ।

ও তৎপত্নীগর্ব্বের শিলরূপধারণ।

ত্রিপদী

কেহ নাহি হয় বশ, না বাড়ে কলির যশ,
দেখে মদ ক্রোধে কম্পবান।
দন্ত করে কড় মড়, নিশ্বাস বহিছে ঝড়,
ধনুকে যুড়িল তীক্ষ্ণ বাণ॥
দেখে ঘোর তর রণ, ভয় পেয়ে প্রজাগণ,
ধরে গিয়া বিবেকের পদ।
দূরে গেল সব শঙ্কা, ঘন পড়ে জয় ডঙ্কা,
লজ্জায় পালায়ে যায় মদ॥
ভগ্ন দূত অহঙ্কার, অগ্রে দেয় সমাচার,
মহারাজ কলির নিকট।
রণে আজি হৈল হারি, ঘুচিল মদের জারি,
ঘোর দায় উভয় সঙ্কট॥
কলি কন জানি সব, বেটারা জীয়ন্তে শব,
ভোজনে ওজনে কম নয়।
শৃগাল ডাকিলে পরে, ছুটিয়া পালান ঘরে,
জুজুর ভয়েতে শারা হয়॥
করেতে করিয়া অসি, হেড়ের নিকটে বসি,
নরবলি দেন কলি মদে।

মনোবাঞ্ছা হলো সিদ্ধি, সে দেহ হইয়া সিদ্ধি,
ধরে গিয়া কলির শ্রীপদে ॥
গর্ব্ব নামে ভার্য্যা তার, চক্ষে বহে শত ধার,
অন্ধকার দেখে সুবদনী।
অনলে প্রবেশ করি, নরকায়া পরিহরি,
সিদ্ধি ঘাঁটা শিল হয় ধনী ॥
হরিদ্রাদি অঙ্গে দিয়া, পতির নিকটে গিয়া,
মৃদুস্বরে কহেন লজ্জায়।
ওহে সিদ্ধিরূপধারী, শিল হয়ে আমি নারী
কুল শীল রেখেছি বজায় ॥
সকলে সন্তোষ মনে, আমার হৃদয়াসনে,
তোমায় বাঁটিবে সযতনে।
শুনিয়া মধুর বাণী, ধরিয়া ভার্য্যার পাণি,
সিদ্ধি কন কলির সদনে ॥
আজ্ঞা কর মহাশয়, সহ্য আর নাহি হয়,
রাগেতে কাঁপিছে তনু মোর।
করিতে কুপথ গামী, কোন্ দেশে যাব আমি,
কারে বা করিব সিদ্ধি খোর ॥
সিদ্ধির এ বাক্য শুনি, আজ্ঞা দিল কলি গুণী
শাসিবারে পশ্চিম অঞ্চল।
ভাল রূপে আমি জানি, বড় বড় হিন্দু স্থানী,

সদাই প্রকাশ করে বল ।।
যে আজ্ঞা বলিয়া সিদ্ধি, কলির গৌরব বৃদ্ধি,
করিতে পশ্চিম দেশে যায় ।
যত সব ভোজপুরে, সিদ্ধিকে দেখিয়া দূরে,
দ্রুত গিয়া পড়ে তার পায় ॥
কেহ গিয়া দড়োদড়ি, কলির সিদ্ধির বড়ী,
বিবিধ মশলা দিয়া তায় ।
কেহ সরবত করে, পান করে পেট ভরে,
কেহ কেহ চিবাইয়া খায় ॥
লাগিল বিষম ঘোর, নেশায় হইয়া ভোর,
জ্ঞানহত বুদ্ধি বিপরীত ।
তথা হৈতে সুখাশ্বিনে, বিজয়া দশমী দিনে,
বঙ্গদেশে সিদ্ধি উপনীত ॥
তাইতে বাঙ্গালিগণ, রাখিতে কলির মন,
সেই দিন সবে সিদ্ধি খায় ।
শ্রীহরি প্রসাদ কয়, অন্য নেশা নেশা নয়,
মজ মন বৈরাগ্য নেশায় ॥
নাহি চাই ধন জন, ভবন হইবে বন,
বন হবে ভবন সমান ।
বিনা ক্লেশে পাবি ফল, হাতে হাতে পাবি ফল
তুল্য হবে মান অপমান ॥

মাৎ সর্য্যের রণে যাত্রা।

পয়ার।

হেথায় কলির পুরে আনন্দ অপার।
ডেকে কন সৈন্যগণ কে আছিস আর॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ পাঁচ জন।
মন্দ নয় কিছু কিছু করেছে শাসন॥
এক্ষণে মাৎসর্য্য বীরে দেহ সমাচার।
বাকি প্রজাদের মারা রৈল তার ভার॥
হইয়া নেশার বশ সকলেতে রয়।
এই মম অভিপ্রায় মন্দ কিছু নয়॥
অদ্যাপি দেখিতে পাই অনেকে বেকার।
না শুনে নেশার নাম একি চমৎকার॥
নারীদের কবে বশ করিবে মাদকে।
কবে এ দেশের লোক পড়িবেক দকে॥
টুলো ভট্টাচার্য্য গুলো বড় জারি করে।
মাদক উঠিবে কবে তাদের অধরে।
দেহ দেহ অনুমতি আর নাহি সয়॥
শুনেছি মাৎসর্য্য বীর সমরে দুর্জ্জয়॥
সুরা কিম্বা গাঁজা যাতে সর্ব্বলোকে খায়।
এই উপদেশ দিয়া আসুক ত্বরায়॥
ইহা যদি নাহি হয় তার ক্ষমতায়।

বধিয়া তাহার প্রাণ করিব উপায় ॥
কুচুটে নামেতে মন্ত্রী কলি ভূপতির।
জানাইতে সমাচার হইল বাহির ॥
মাৎসর্য্য সমরে যেতে করিছেন গতি।
কুচুটে শুনালে আসি রাজ অনুমতি ॥
কি কর কি কর ভাই হুকুম রাজার।
এইবার সবে যেন হয় জের বার ॥
সাজিল মাৎসর্য্য বীর যাইতে সমরে।
কাঁপিল কিন্নর নর অসুর অমরে ॥
গালি দিয়া প্রজাগণে বলে মার মার।
কোন বেটা আছেরে হইতে আগুসার ॥
শুন শুন মন দিয়া ধনুকে টঙ্কার।
এক বাণে ভুবন করিব ছার খার ॥
মাৎসর্য্যের কথা শুনি দ্বিজ হরি কয়।
এ জন্মেতে বাধ্য করা তব সাধ্য নয় ॥
দেহ অন্তে, যদ্যপি তামাকু হতে পার।
তবেতো তোমার বশ হইবে সংসার ॥

মাৎসর্য্যের তামাকু রূপ ধারণ ও তৎ পত্নী
দম্ভের গুড় রূপ ধারণ।

পয়ার।

মাৎসর্য্যের কথা শুনি প্রজাগণ কয়।

শেষ রক্ষা হইলেই তবে জানি জয় ॥
বার বার এই বার থাক সাবধানে ।
তবেতো নিস্তার পাবে স্বমানে স্বমানে ॥
সাহসে করিয়া ভর লহ ধনু শর ।
উপায় হইবে আশু আছেন ঈশ্বর ॥
এই রূপে আর যুদ্ধ হয় দিন দশ ।
না হইল প্রজাগণ মাৎসর্য্যের বশ ॥
অধোমুখ হয়ে বীর ভঙ্গ দিল রণে ।
শুনে হৈল মহাক্রোধ ভূপতির মনে ॥
অরুণ লোচনে কলি কন মাৎসর্য্যায় ।
শয়ন করাব তোরে ধরণি শর্য্যায় ॥
অমার বেতন ভোগী যত বেটা ছিল ।
এজন্মে শাসিতে দেশ কেহ না পারিল ॥
মরণান্তে কিছু কিছু আছে উপকার ।
এত বলি মাৎসর্য্যাকে করেন প্রহার ॥
চিৎকার করিয়া বীর পড়িল ধরায় ।
দেহ পিঞ্জরের পাখী উড়িয়া পলায় ॥
অপূর্ব্ব পুরাণ কথা নাহি জানে কেহ ।
তামাকু হইল সেই মাৎসর্য্যের দেহ ॥
দেখিয়া পতির মৃত্যু দম্ভ গুণবতী ।
অবিলম্বে নিজ প্রাণ ত্যজিলেন সতী ॥

পর জন্মে গুড় রূপ করিয়া ধারণ।
দ্রুত গিয়া ধরে ধনী পতির চরণ ॥
তামাকু কহেন কেও প্রেয়সী আমার।
দন্ত কন নাথ আমি চিহ্নিত তোমার ॥
তামাকু হইয়া মোরে ভুলে যাও পাছে।
কোত্রা গুড় হয়ে তাই এসেছি হে কাছে ॥
হর গৌরী যেমন উভয়ে এক অঙ্গ।
তেম্নি আমি মিসাইয়া যাব তব সঙ্গ
যখন হে নাথ তুমি একাকী রহিবে।
খরসান তব নাম তখন হইবে ॥
অনুগ্রহ করি যবে আমায় মাখিবে।
গুড়াকু বলিয়া সবে তোমায় ডাকিবে ॥
ভাল ভাল বলিয়া তামাকু দেন সায়।
তৎপরে কলির কাছে উভয়েতে যায় ॥
পরিচয় পেয়ে ভূপ কহেন তামাকে।
পৃথিবী শাসিয়া তুষ্ট করহ আমকে
তামাকু কহেন আর নাহি করি ভয়।
এ বার ভুবন বাধ্য করিব নিশ্চয় ॥
যদি দুই একজন না খায় আমাকে।
মেয়ে বোলে উপহাস করিবেক তাকে ॥
শুনিয়া বিদায় দেন কলি নর বর।

হরিষে তামাকু যায় নির্ভয় অন্তর ॥
গাঁজাদির শাসনেতে যারা বাকি ছিল।
তামাকু তাদের মুখে ত্বরায় উঠিল ॥
এই রূপে গুড়াকু ভ্রমেন অঙ্গে বঙ্গে।
স্ত্রীলোকের মুখে যান তাম্বুলের সঙ্গে ॥
বিধবা রমণী যারা পান নাহি খায়।
পোড়াইয়া খরসান দশনে লাগায় ॥
অধ্যাপক আদি যত ছিল জ্ঞানবান।
নস্য হয়ে তাহাদের নাসিকায় যান ॥
উড়িষ্যা বাসিন্দা যত উড়ে নাম ধরে।
চুরট হইয়া যান তাদের অধরে ॥
বালক বালিকা আদি যুবক যুবতী।
তামাকের নেশায় সকলে হৃষ্টমতি ॥
মতির হারের ন্যায় করিয়া যতন।
মতি হার নাম তার দিল কোন জন ॥
তামাকে মারিয়া টান মহাসুখে চোরে।
কেহবা রাখিল তার নাম সুখচোরে ॥
কড়ামিটে কড়া আদি নাম সুধাময়।
ভেলশা অম্বুরি যার গন্ধে সুখোদয় ॥
হরেক রকম হুঁকা হইল সৃজন।
খেলো ডাবা কলি আদি অতি সুশোভন ॥

কেহ বা বাঁধায় তাই দিয়া রূপা সোণা।
কেহ সটকায় খেয়ে মিটায় বাসনা ॥
ধনিগণে আলবোলা দিল ফরমাস।
শতহাত নল তার সাবাস সাবাস ॥
শয়ন করেন সেই নলে দিয়া মুখ।
ভাবেন ইহার চেয়ে নহে স্বর্গ সুখ ॥
হরি বলে তামাকু না কারে দেয় ছেড়ে।
পেট থেকে পড়ে ছেলে হুকা ধরে তেড়ে ॥

কলিরাজার বাটীতে ভোজ ॥

ত্রিপদী।

বশীভূত করি সবে, জয় জয় জয় রবে,
তামাকু আনন্দ মনে চলে।
শুনিয়া মঙ্গল তোপ, কলির ঘুচিল কোপ,
ভুবন ভরিল কোলাহলে ॥
ভূপতির হর্ষ মন, কুচুটেরে ডাকি কন,
ওহে মন্ত্রী মম বাক্য ধর।
ছোট বড় সেনা গণ, আত্মপক্ষ যত জন,
সকলেরে নিমন্ত্রণ কর ॥
আজি বড় শুভ দিন, কেহ না রহিবে দীন,
সবাকার যাতনা ঘুচাব।

কেহ যদি করে দোষ, তাহে না করিব রোষ,
ক্ষমা করি কৃপাদৃষ্টে চাব ॥
যে যাহা খাইতে চাবে, তখনি সে তাহা পাবে,
শীঘ্রগতি কর আয়োজন।
পাচক হইবে কেটা, বিবেচনা কর সেটা,
এ বিষয়ে পাকা কোন জন ॥
মন্ত্রী কয় মহাশয়, গুণময় বদবয়,
রন্ধনের দফায় চূড়ান্ত।
সুমিষ্ট পাকের পাকে, সবে ভাল বলে তাকে,
আপনার বাধ্য সে একান্ত ॥
কলি কন বদবয়, কার বেটা কোথা রয়,
শীঘ্রগতি দেহ পরিচয়।
মন্ত্রী কন যোড় করে, এই রাজ্যে বাস করে,
ময়লার পুত্র বদবয় ॥
নরপতি দেন সায়, পাচকে আনিতে যায়,
কুচুটের ভাই কুচক্কুরে।
হতভাগা এক জন, করিবারে নিমন্ত্রণ,
আনন্দে বেড়ায় ঘুরে ঘুরে ॥
শুনে এই মহোৎসব, সাজিল যাইতে সব,
আল্হাদেতে আটখানা হয়ে।
দৈন্য দশা দুরাশয়, দস্যুবৃত্তি দুঃখময়,

যাত্রা করে নিজ গণ লয়ে ॥

বিকৃত ব্যল্লিক বাঁকা, টেসোমারা ফুলে পাকা,

টকো চলিল পুত্রে লয়ে।

বিশ্বনিন্দুকের সঙ্গে, কাল কুটে যায় রঙ্গে,

পরদ্বেষী যায় হর্ষ হয়ে ॥

ডেকে কয় নিরানন্দ, শীঘ্র আয় অতি মন্দ,

কলির বাটীতে আজি ভোজ।

ঠেকারে কোথায় গেল, উনছ বৃর্ত্তি নাহি এল,

যাবে কিনা যাবে ভাই খোঁজ ॥

মোনা কাটা আব্‌কুটে, বেলা হলো আয় ছুটে,

কোথা তোর দাদা নাব ডিক্‌রে।

বেহায়া বজ্জাত পাজি, কোথায় লুকাল আজি,

ধিক্কারকে শত শত ধিকরে ॥

লম্পটের দেখা নাই, কোথা গেল দেখ ভাই.

পরশ্রীকাতর কোথা রৈল।

কপট কপাট দিয়া, আছে বুঝি ঘুমাইয়া,

ডাকরে অধিক বেলা হৈল ॥

ওরে ভাই অত্যাচারী, তোর ভাই হত্যাকারী,

কোথায় লুকালো এসময়।

গৃহে নাই কদাকার, তার বন্ধু কদাচার,

বিশেষ জানে না বোধ হয়।

কলির দলস্থ গণ, পেয়ে সবে নিমন্ত্রণ,
ভোজ খেতে যায় তাড়াতাড়ি।
হরি বলে সত্য কই, উপরোক্ত ব্যক্তি বই,
অন্যে না খাইবে তোর বাড়ী॥

পযার।

কুচুটে মন্ত্রীকে ডাকি নরপতি কন।
এসেছে কি বাকি আছে নিমন্ত্রিত গণ॥
মন্ত্রী কন এদলস্থ এসেছে সবাই।
বেদলে চণ্ডালদের নিমন্ত্রণ নাই॥
বেহায়া বজ্জাত আদি যত সুপণ্ডিত।
ইহারা না বসিবেন তাদের সহিত॥
পাচক তাদের আছে নাম শুদ্ধাচার।
তারি হাতে খায় তারা নাহিক বিচার॥
আমাদের বদবয় রান্ধিলে না খায়।
বেটারা কি আহাম্মোক হায় হায় হায়॥
কলি কন মম দলভুক্ত নয় যারা।
কি নাম তাদের শুনি কোথা রয় তারা॥
মন্ত্রী কন বিবেক রাজার রাজ্যে ঘর।
সুমতি সুশীল, শান্ত আর গুণধর॥
কার নাম বহুদর্শী কার নাম সভ্য।

কার নাম বিজ্ঞবর কার নাম ভব্য ॥
ধীরবর গুণাকর পর দুঃখে দুখি ।
বিশিষ্ট বিদ্বান কেহ পর সুখে সুখি ॥
সুচতুর ভাগ্যবান ভাবক বিস্তর ।
সত্যবাদী শুদ্ধাচার দাতা ধনেশ্বর ॥
অকপট অকৃত্রিম সুজন গম্ভীর ।
ঋষিবর ঋণহীন রিপু জয়ী বীর ॥
আপনার দলভুক্ত নহে এরা সবে ।
তাই ছাই পড়িয়াছে এদের গৌরবে ॥
কলি কন উত্তম হয়েছে এই কর্ম্ম ।
বেটাদের কাণ্ড শুনে জ্বোলে ওঠে মর্ম্ম ॥
আমার দলস্থ গণে করহ বারণ ।
কদাচ না দেখে যেন তাদের বদন ॥
মন্ত্রী কন তার চিন্তা নাহি মহাশয় ।
কুচুটে যেখানে মন্ত্রী সেখানে কি ভয় ॥
তৎপরে ভোজের আয়োজন অসম্ভব ।
সুখ্যাতির সীমা নাই ধন্য ধন্য রব ॥
বিদায় কালীন সবে তামাকেরে কয় ।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি গণ্য মহাশয় ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর ।
তব ধূম পান করে পৃথিবীর নর ॥

হুতাশন অরুণ বরুণ দিকপাল।
তুমি নিশাকর তুমি নন্দের গোপাল॥
তুমিই পুরাণ শ্রুতি তুমি চতুর্ব্বেদ।
তোমাতে ঈশ্বরে কিছু নাহিক প্রভেদ॥
বৃদ্ধকালে নরের দেহের তেজ যায়।
ঈশ্বরকে ডাকে আর তব ধূম খায়॥
হুঁকা না থাকিলে হাতে নাহি পায় সুখ।
তার দুরদৃষ্ট তুমি যাহারে বিমুখ॥
যাত্রা কালে নর তব ধূম খেয়ে যায়।
সর্ব্ব সিদ্ধি হয় হাতে হাতে ফল পায়॥
হিঁদু হয়ে যারা তব মর্য্যাদা রাখেনা।
সে সভায় হিঁদুয়ানী থাকে না থাকে না॥
যথা যাই তথা শুনি তোমার গৌরব।
দে তামাক দে তামাক এই মাত্র রব॥
ত্রিভুবনে বেজেছে তোমার যশ ভূরি।
শ্রীহরি প্রসাদে দয়া করিহ অম্বুরি॥

উপ সংহার।

ত্রিপদী।

হইলে নেশার বশ, সুখায় দেহের রস,
বিজ্ঞ জনে করে উপহাস।

এমন কর্ম্মেতে ভাই, অবিলম্বে দেহ ছাই,
নতুবা ঘটিবে সর্ব্বনাশ ॥
কত শত বিদ্যাবান, নেশায় হারান জ্ঞান,
শুনিলে অবাক হতে হয়।
মুখ দিয়া পড়ে নাল, মাদক হয়েছে কাল,
সে অবস্থা দেখে লাগে ভয় ॥
মহা মান্য গণ্য গণ, যাঁহাদের দরশন,
সাধারণ লোকে নাহি পায়।
তাঁহারা মাদকে মেতে, রণ যদি দিবারেতে,
আমাদের কি হবে উপায় ॥
যিনি যে নেশায় রত, সে নেশার গুণ কত,
তার মুখে সদা শোনা যায়।
মুখেতে যেরূপ কন, কাজেতে সেরূপ নন,
বিপরীত ঘটায় নেশায়।
ধরিলে মাদক ফণী, কুবের সমান ধনী,
তিন দিনে হন লক্ষ্মী ছাড়া ॥
বিস্তর ক্লেশের ধন, বৃথা কাজে বিতরণ,
কি আছে অন্যায় এর বাড়া ॥
গাঁজায় গা যায় জ্বোলে সে গাঁজার বশে ঢোলে
কোন জন নাহি পান কষ্ট।
পাগল রোগের শেষ, তাই ঘটে অবশেষ,

অকালে শরীর হয় নষ্ট ॥
ভিষক গণেরা কয়, কোন নেশা ভাল নয়,
রোগ বিশেষেতে উপকার।
তাবলে সহজ রোয়ে, মাদকেতে মগ্ন হয়ে,
কেন দুঃখ পাও অনিবার ॥
সুধীর ইংরাজগণ, বিদ্যাবুদ্ধে বিচক্ষণ,
না পারে উঠিতে ফাঁড়াকেটে ॥
অল্পদাম হতো যদি, এদেশে নেশার নদী,
চতুর্গুণ হইত প্রবল।
কেবল রাজার গুণে, মাদকের মূল্য শুনে,
অনেকে না যায় সেই স্থল ॥
ওরে রে পাপিষ্ঠ নেশা, এ তোর কেমন পেসা,
বুদ্ধিমানে হতবুদ্ধি করা।
তুই না ছাড়িলে দেশ, না যাবে লোকের ক্লেশ
না হবে সুস্থির এই ধরা ॥
ওরে বেটা দূর দূর, দুরাত্মা দুর্জ্জন ক্রূর,
মজাইলি এদেশে আসিয়া।
দ্বিজ হরি বলে ভাই, মাদকের দোষ নাই,
মনকে ফিরাও গালি দিয়া ॥